ইউনিট ৫:

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাই

অধিবেশন- ১ : মূল্যযাচাই এর চলমান অবস্থার উপর আলোকপাত

অধিবেশন- ২ : মাধ্যমিক স্তরে মুল্যযাচাই এর জন্য গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ- ১

অধিবেশন- ৩ : মাধ্যমিক স্তরে মুল্যযাচাই এর জন্য গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ- ২

অধিবেশন- ৪ : বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাই- ১

অধিবেশন- ৫ : মাধ্যমিক স্তরে মুল্যযাচাই এর জন্য গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ

অধিবেশন- ৬ : মাধ্যমিক স্তরে মনোভাবের মূল্যযাচাই- ১

অধিবেশন- ৭ : মাধ্যমিক স্তরে মনোভাবের মূল্যযাচাই- ২

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১**

মূল্যযাচাই এর চলমান অবস্থার উপর আলোকপাত

ভূমিকা

শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যসূচি বা শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হল মূল্যযাচাই। মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপ করা সম্ভব হয়। তাই মূল্যযাচাইয়ের ধারণা থাকা শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য।

আলোচ্য অধিবেশনের ৪টি পর্বে যথাক্রমে মূল্যযাচাই-এর ধারণা, মূল্যযাচাই এর প্রয়োজনীয়তা, বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নমাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) শ্রেণির শিখন মূল্যযাচাই এবং বর্তমানে মাধ্যমিক (৯ম-১০ম) শ্রেণির শিখন মূল্যযাচাই কীভাবে করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মূল্যযাচাই এর ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুল্যযাচাই এর বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: মূল্যযাচাই এর ধারণা

শিক্ষার্থীবন্ধু, ব্যক্তির আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর এই পরিবর্তন কতটুকু সাধিত হয়েছে তা জানতে হলে মূল্যযাচাই দরকার। এটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল করে।

কাজ- ১: প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনি নিজের মত করে মূল্যযাচাইয়ের একটি সংজ্ঞা তৈরি করুন এবং তা নিচের বক্সে লিখুন।

পর্ব- খ: বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাই এর প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যযাচাই অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সঠিক উন্নতির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এর সাহায্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, অভ্যাস, প্রবণতা, চিন্তাধারা সম্পর্কে জানা যায়। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর শারিরীক, মানসিক, আবেগিক, চারিত্রিক ব্যক্তিত্বের গতিশীল পরিবর্তন ইত্যাদির পরিমাপ এবং শিক্ষণে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়।

কাজ- ১: শিক্ষার্থীবন্ধু, একজন শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাই-এর প্রয়োজনীয়তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

পর্ব- গ: বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নমাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) শ্রেণির শিখন মূল্যযাচাই

প্রিয় শিক্ষার্থী, বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয় কিন্তু এর জন্য কোন নম্বর দেওয়া হয় না।

লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানমূলক দক্ষতা যাচাই করা হয় ও নম্বর দেওয়া হয়।

শ্রেণি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, দলীয় কাজে সহযোগিতা, নেতৃত্ব, চঞ্চলতা, অস্থিরতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এর মাধ্যমে কেবল উত্তম, ভাল, চঞ্চল, শান্তইত্যাদি সাধারণ মন্তব্য করা হয়।

কাজ- ১: শিক্ষার্থীবন্ধু, বর্তমানের এই মূল্যযাচাই পদ্ধতি আপনার দৃষ্টিতে কতটুকু যৌক্তিক সে সম্পর্কে আপনার খাতায় লিখুন।

পর্ব- ঘ: বর্তমানে মাধ্যমিক (৯ম ও ১০ম শ্রেণি) শ্রেণির শিখন মূল্যযাচাই এবং এসএসসি পরীক্ষার সাথে এই মূল্যযাচাইয়ের তুলনা

প্রিয় শিক্ষার্থী, বর্তমানে মাধ্যমিক (৯ম ও ১০ম) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যযাচাই কীভাবে করা হয় সে সম্পর্কে আপনার খাতায় লিখুন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে আপনার টিউটরের সাথে আলোচনা করুন।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, বর্তমানে নবম শ্রেণি থেকেই এসএসসি পরীক্ষার ধারা শুরু হয় এবং চর্চা করানো হয়। এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণত বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়। ৫০ নম্বর রচনামূলক ও ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক। তবে ব্যবহারিক কাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নম্বর বিভাজনেও পার্থক্য আছে। এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাগুলো সঠিকভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়। কেননা শিক্ষার্থীর চিন্তন ও অনুধাবনমূলক দক্ষতার চেয়ে সেখানে যান্ত্রিক মনোভাবেরই বহি:প্রকাশ ঘটে।

বর্তমান মাধ্যমিক (৯ম-১০ম শ্রেণি) শ্রেণির শিখন মূল্যযাচাইয়ের সাথে এসএসসি পরীক্ষার কোন ধারাবাহিকতা আছে কীনা সে সম্পর্কে আপনার ডায়েরিতে লিখুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

মূল্যযাচাই এর চলমান অবস্থার উপর আলোকপাত

বাংলাদেশে বর্তমানে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩টি সাময়িক ও ৩টি টিউটোরিয়াল পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা হয়। উক্ত সাময়িক ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখস্থ নির্ভর মেধা যাচাইয়ের মধ্যেই মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ থাকে।

৯ম ও ১০ম শ্রেণির মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয় তবে এসএসসি পরীক্ষার (পাবলিক) ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও রচনামূলক পরীক্ষার জন্য ৫০ + ৫০ নম্বর থাকে। ব্যবহারিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও রচনামূলক পরীক্ষার জন্য ৪০ + ৪০ নম্বর থাকে এবং ২০ নম্বর থাকে ব্যবহারিক কাজের জন্য। এক্ষেত্রে স্কুলে অর্জিত কোন কৃতিত্বের ফল যোগ দেবার সুযোগ থাকে না।

এ ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কোন উচ্চতর দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয় না। শিক্ষার্থীদের বিশেষ দক্ষতা যেগুলো সমাজের সুশীল নাগরিক হিসেবে অপরিহার্য সেগুলো যাচাই করা হয় না। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, মনোভাব, সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ, সমস্যা সমাধানে আগ্রহ, সৃজনশীলতা, চিন্তন দক্ষতা ইত্যাদি দক্ষতা পরিমাপের মাধ্যমে মূল্যযাচাই করা যায় না।

মূল্যায়ন

১. মূল্যযাচাই এর সংজ্ঞা দিন। বিদ্যালয়ে মূল্যযাচাই এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২. বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যযাচাই কীভাবে করা হয়?

৩. বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শ্রেণির শিখন মূল্যযাচাই কীভাবে করা হয়?

৪. এসএসসি পরীক্ষার সাথে মূল্যযাচাই-এর কোন ধারাবাহিকতা আছে কী? বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

যে পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত সকল দক্ষতা পরিমাপ করা যায় তাকে মূল্যযাচাই বলে।

পর্ব- খ

কাজ- ১

মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা

- বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের সামর্থ্য ও দক্ষতা মূল্যযাচাই এর মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায় এবং তার পক্ষে কোন ধরনের শিক্ষা বা কাজ উপযোগী তা নির্ধারণ করা যায়।
- উপযুক্ত মূল্যযাচাই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ করা যায় এবং তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কে তাকে নির্দেশনা দেয়া সম্ভব হয়।
- বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযোগিতা ও দুর্বলতা শনাক্ত করা যায় এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।
- মূল্যযাচাই-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, অভ্যাস, চিন্তাধারা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পর্ব- গ

কাজ- ১

নিজে করুন।

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

৯ম-১০ম শ্রেণির মূল্যযাচাই

- মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক শিখনের দক্ষতা যাচাই করা হয় কিন্তু নম্বর দেয়া হয় না।
- লিখিত পরীক্ষার (রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক) মাধ্যমে জ্ঞানমূলক দক্ষতা যাচাই করা হয় এবং নম্বর দেয়া হয়।
- বিজ্ঞানের এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষা ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে যাচাই করা হয়।
- শ্রেণি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোযোগ, দলীয় কাজে সহযোগিতা, নেতৃত্ব নেয়া, অস্থিরতা বা চঞ্চলতা ইত্যাদি যাচাই করা হয় কিন্তু উত্তম, ভাল, মনোযোগী, চঞ্চল, শান্ত ইত্যাদি সাধারণ মন্তব্য করা হয়। এজন্য কোন নম্বর দেয়া হয় না বা গ্রেড নির্ধারণ করা নেই।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ২**

মাধ্যমিক স্তরে মূল্যযাচাইয়ের জন্য গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ- ১

ভূমিকা

২০০৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন SESIP (Secondary Education Sector Improvement Project) ৪৯টি মাধ্যমিক স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণিতে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক মানযাচাই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। একই বছর শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে NCTB (National Curriculum and TextBook Board) ৬০টি মাধ্যমিক স্কুলের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্তপরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক মানযাচাই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক মানযাচাই পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরে সরকারের কাছে ২টি প্রতিবেদন পেশ করে। এরই আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১২/০৭/২০০৫-এ শিম/শা:-১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৫/৯৬১/১(৫) নং স্মারকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই পদ্ধতি কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

আলোচ্য অধিবেশনের ২টি পর্বে মাধ্যমিক স্তরে মূল্যযাচাইয়ের জন্য সরকারের গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মূল্যযাচাই এর জন্য তিনটি শিখন ক্ষেত্র সম্পর্কে সরাসরি প্রজ্ঞাপনগুলোর মূল কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিখনের উচ্চমাত্রার চিন্তন দক্ষতার মূল্যযাচাই এর উপর আলোকপাত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: সাম্প্রতিক মূল্যযাচাই এর জন্য জারিকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপন ও মূল্যযাচাই এর জন্য নির্বাচিত তিনটি শিখন ক্ষেত্র সম্পর্কে অবহিতকরণ

শিক্ষার্থীবন্ধু, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থীকে ১০টি পরিমাপকের ভিত্তিতে ৩০% নম্বর প্রতিটি বিষয়ে প্রতি সিমেস্টারে কোর্সওয়ার্কের মাধ্যমে ও ৭০% নম্বর সিমেস্টারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। ১০টি পরিমাপকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন এবং সিমেস্টারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন একত্রিত করে চূড়ান্তফলাফল নির্ধারিত হবে। সরকারি প্রজ্ঞাপন বর্ণিত ১০টি পরিমাপক:

১. ক্লাসে উপস্থিতি ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ	২. শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়ন
৩. এ্যাসাইনমেন্ট	৪. আচরণ মূল্যবোধ ও সততা
৫. বক্তব্য উপস্থাপন	৬. নেতৃত্বের গুণাবলি
৭. নিয়মানুবর্তিতা	৮. সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ
৯. খেলাধুলায় কৃতিত্ব	১০. বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস

কাজ- ১: প্রিয় শিক্ষার্থী, উল্লেখিত কোন পরিমাপকগুলো স্কুল বিষয়ভিত্তিক?

শিক্ষার্থীবন্ধু, পরিমাপকসমূহকে তিনটি শিখন ক্ষেত্রের ছয়টি দক্ষতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

শিখন ক্ষেত্র	**দক্ষতা**
শিখন ক্ষেত্র ১	চিন্তন দক্ষতা
	সমস্যা সমাধান দক্ষতা
শিখন ক্ষেত্র- ২	ব্যক্তিক দক্ষতা
	যোগাযোগ দক্ষতা
শিখন ক্ষেত্র- ৩	সহযোগিতামূলক দক্ষতা
	সামাজিক দক্ষতা

কাজ- ১: প্রিয় শিক্ষার্থী, একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার দৃষ্টিতে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন কোন গুণাবলির বিকাশ প্রয়োজন? সে সম্পর্কে আপনার ডায়েরিতে লিখুন।

কাজ- ২: একজন শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে যেসব গুণাবলি তার মান নিরূপণের কোন কৃতিত্বমান দেবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? শতকরা কতভাগ নম্বর এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে?

পর্ব- খ: শিখনের উচ্চমাত্রার চিন্তন দক্ষতার মূল্যযাচাই এর উপর পরিমাপক নির্ধারণ

শিক্ষার্থীবন্ধু, শিখনের উচ্চমাত্রার দক্ষতা বলতে কী বুঝায় এবং শিখনের কোন কোন দিক এর অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে ২ মিনিট ভাবুন ও নিচের খালি জায়গায় লিখুন এবং পরে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

কাজ- ১: শিক্ষার্থীর উচ্চমাত্রার চিন্তন বা যৌক্তিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য কী কী পরিমাপক ব্যবহার করা যেতে পারে?

প্রিয় শিক্ষার্থী, চিন্তন দক্ষতাগুলোকে সাধারণত Bloom's Taxonomy অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়। এই পদবিন্যাস অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার কয়েকটি স্তর আছে। এগুলো নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত বিন্যস্ত। এ স্তরগুলোর সবচেয়ে নিচের স্তর থেকে দেখানো হল:

- নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা (স্মৃতি নির্ভর তথ্য বা জ্ঞান)।
- অনুধাবনমূলক চিন্তন দক্ষতা (কোন বিষয়/ধারণা অন্যকে বুঝাতে পারা)।
- প্রয়োগমূলক চিন্তন দক্ষতা (কোন বিষয় অনুধাবনের পর নতুন কোন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা)।
- সূত্র, তত্ত্ব, পদ্ধতি, আইন, বিধি, দর্শন ইত্যাদির প্রয়োজনীয় প্রয়োগ করতে পারা)।
- উচ্চতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, যৌক্তিকতা প্রতিপাদন ইত্যাদি)।

এ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক) চিন্তন দক্ষতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হবে। শিক্ষার্থীদের বক্তব্য উপস্থাপন থেকেও চিন্তন দক্ষতা যাচাই করা যায়। শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া, তথ্যের বিশ্লেষণ, সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা, যৌক্তিকতা দিয়ে পরিস্থিতি ও তথ্যের উপস্থাপন, নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্যকে বুঝাবার ক্ষমতা সবই চিন্তন দক্ষতা যাচাই করে।

সমস্যা সমাধান দক্ষতা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সমস্যা সমাধান দক্ষতা বলতে বাস্তবক্ষেত্রে বিষয় সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানকে বোঝায়। সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তন দক্ষতা প্রয়োগ ও হাতেকলমে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। এগুলোকে মনোপেশীজ দক্ষতাও বলা হয়। মনোপেশীজ কাজে উদ্দেশ্য ছাড়া অংশ নেওয়া ঠিক নয়। সমস্যা সমাধানের একটি যৌক্তিক ভিত্তি থাকে, এটি কোন বিচ্ছিন্ন চিন্তাবিহীন ব্যবহারিক কাজ নয়। বস্তুত সমস্যা সমাধান দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের ছোট আকারের গবেষণা কাজ সম্পাদন করতে হয়।

সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিচের সবগুলো অথবা কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হচ্ছে-

ধাপ	সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য ধাপসমূহ	ধাপসমূহের বর্ণনা
১	প্রশ্ন চিহ্নিতকরণ	একটি প্রশ্ন হিসেবে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন
২	পরিকল্পনা	সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান
৩	পূর্বানুমান	সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান

ধাপ	সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য ধাপসমূহ	ধাপসমূহের বর্ণনা
৪	চলক	চলক নিয়ন্ত্রণ
৫	পদ্ধতি/প্রক্রিয়া	উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি/প্রক্রিয়া নির্ধারণ
৬	সম্পদ	উপাত্ত সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ-যন্ত্রপাতি
৭	পরীক্ষণ	পর্যবেক্ষণ করা অথবা উপাত্ত সংগ্রহ
৮	রেকর্ড সংরক্ষণ	পর্যবেক্ষণ ও উপাত্তের রেকর্ড সংরক্ষণ
৯	বিশ্লেষণ	ফলাফল বিশ্লেষণ
১০	উপস্থাপন	একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণে ফলাফল উপস্থাপন
১১	উপসংহার	পূর্বাভাসের শুদ্ধতা যাচাই এবং সমস্যা উপস্থাপন

এসব ধাপগুলোর (উপ-দক্ষতা) মধ্যে কতগুলো ব্যবহৃত হবে তা বিষয় এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান দক্ষতা অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শেখানো হয়। শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে। সমস্যা বাস্তবধর্মী হতে হয়। কাজেই কোন সূত্রের বা সমীকরণের সাহায্যে এ সমস্যা সমাধান করা যায় না। শিক্ষার্থীরা কাজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান দক্ষতা অর্জন করে। শুধু বিজ্ঞান বিষয় নয়, মানবিক এবং ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমস্যা সমাধান দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়।

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক) ও বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস সমস্যা সমাধান দক্ষতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হবে। সমস্যা সমাধান দক্ষতা ও উচ্চতর স্তরের চিন্তন দক্ষতার ক্ষেত্রে হাতে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সাধারণত এই দক্ষতা

অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় নিয়ে কয়েকটি ধাপে অনুসন্ধানমূলক কাজ করতে হয়। উল্লেখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস গতানুগতিক হবে না। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ধাপ ব্যবহার করে শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিষয়ক কোন সমস্যা সমাধান করবে।

কাজ- ২: প্রিয় শিক্ষার্থী, কীভাবে আপনি উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা পরিমাপ করবেন?

কাজ- ৩: শিক্ষার্থীবন্ধু, আপনার দুইটি স্কুল বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ের ৮ম-৯ম শ্রেণির একটি অধ্যায় বেছে নিয়ে সেখান থেকে কোন মূল ধারণাগুলো শিক্ষার্থীর উচ্চ চিন্তন দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে সেগুলো শনাক্ত করুন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে আপনার টিউটরের সাথে আলোচনা করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ২**

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরে মূল্যযাচাইয়ের জন্য গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ- ১

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রধান দিক

- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাওয়ার সুযোগ বেশি বলে তাৎক্ষণিক নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষক শিখনের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

- ''শিখনের মানোন্নয়নের জন্যই মানযাচাই, কতটুকু শিখন সম্পাদিত হল শুধু তা জানার জন্য মানযাচাই নয়'' মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। অন্যকথায়, মূল্যায়ন শিখনকে প্রভাবিত করবে, এটি কেবল চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণে সীমিত থাকবে না।

- শিক্ষকগণ নিজেদের শেখানোর কাজটি কতটা ফলপ্রসূ হল, সে সম্পর্কে ফিডব্যাক পেতে পারেন। এভাবে শিক্ষক তার শেখানোর কৌশলে গুণগত পরিবর্তন আনার সুযোগ পায়।

- একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক নির্ভর জ্ঞানমূলক দক্ষতার বাইরে আরো নানা ধরনের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয়। যেমন- সমস্যা সমাধান দক্ষতা, ব্যক্তিক বিকাশ, যোগাযোগ দক্ষতা, সহযোগিতামূলক শিখন, সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক গুণাবলি ইত্যাদি। এসব দক্ষতা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। এজন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। শিক্ষক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এসব দক্ষতা যাচাই করতে পারেন।

- মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের আরো সম্পৃক্ত করা এবং এভাবে মূল্যযাচাই শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গণ্য করা।

- ফলপ্রসূ শিখন-শেখানোর সময়সীমা বৃদ্ধি করা এবং অর্থহীন পুনরাবৃত্তি বা মুখস্থ করার উপর জোর কমিয়ে আনা।

- মূল্যায়নকে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা- এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর ফলাফল একটি মাত্র চূড়ান্তপরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে কোর্সওয়ার্কের মাধ্যমে মানযাচাই করে অর্জিত অনেকগুলো নম্বরের ওপর নির্ভর করবে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মানযাচাই পদ্ধতিতে শুনে বা দেখে শেখার চেয়ে কোন কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে শেখাকে গুরুত্ব দেয় কারণ কাজের মাধ্যমে শিখন স্থায়ী হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন নিশ্চিত করা যায়।

চিন্তন দক্ষতা

চিন্তন দক্ষতাগুলোকে সাধারণত Bloom's Taxonomy অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়। এই পদবিন্যাস অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার কয়েকটি স্তর আছে। এগুলো নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্তবিন্যস্ত। এ স্তরগুলোর সবচয়ে নিচের স্তর থেকে দেখানো হল:

- নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা (স্মৃতি নির্ভর তথ্য বা জ্ঞান)।
- অনুধাবনমূলক চিন্তন দক্ষতা (কোন বিষয়/ধারণা অন্যকে বুঝাতে পারা)।
- প্রয়োগমূলক চিন্তন দক্ষতা (কোন বিষয় অনুধাবনের পর নতুন কোন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা) সূত্র, তত্ত্ব, পদ্ধতি, আইন, বিধি, দর্শন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে পারা)।
- উচ্চতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, যৌক্তিকতা প্রতিপাদন ইত্যাদি)।

এ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক) চিন্তন দক্ষতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হবে। শিক্ষার্থীদের বক্তব্য উপস্থাপন থেকেও চিন্তন দক্ষতা যাচাই করা যায়। শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া, তথ্যের বিশ্লেষণ, সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা, যৌক্তিকতা দিয়ে পরিস্থিতি ও তথ্যের উপস্থাপন, নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্যকে বুঝাবার ক্ষমতা সবই চিন্তন দক্ষতা যাচাই করে।

সমস্যা সমাধান দক্ষতা

সমস্যা সমাধান দক্ষতা বলতে বাস্তবক্ষেত্রে বিষয় সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানকে বোঝায়। সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তন দক্ষতা প্রয়োগ ও হাতেকলমে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। এগুলোকে মনোপেশীজ দক্ষতাও বলা হয়। মনোপেশীজ কাজে উদ্দেশ্য ছাড়া অংশ নেওয়া ঠিক নয়। সমস্যা সমাধানের একটি যৌক্তিক ভিত্তি থাকে, এটি কোন বিচ্ছিন্ন চিন্তাবিহীন ব্যবহারিক কাজ নয়। বস্তুত সমস্যা সমাধান দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের ছোট আকারের গবেষণা কাজ সম্পাদন করতে হয়।

সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিচের সবগুলো অথবা কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হচ্ছে-

ধাপ	সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য ধাপসমূহ	ধাপসমূহের বর্ণনা
১	প্রশ্ন চিহ্নিতকরণ	একটি প্রশ্ন হিসেবে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন
২	পরিকল্পনা	সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান
৩	পূর্বানুমান	সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান
৪	চলক	চলক নিয়ন্ত্রণ
৫	পদ্ধতি/প্রক্রিয়া	উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি/প্রক্রিয়া নির্ধারণ
৬	সম্পদ	উপাত্ত সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ- যন্ত্রপাতি
৭	পরীক্ষণ	পর্যবেক্ষণ করা অথবা উপাত্ত সংগ্রহ
৮	রেকর্ড সংরক্ষণ	পর্যবেক্ষণ ও উপাত্তের রেকর্ড সংরক্ষণ
৯	বিশ্লেষণ	ফলাফল বিশ্লেষণ
১০	উপস্থাপন	একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণে ফলাফল উপস্থাপন
১১	উপসংহার	পূর্বাভাসের শুদ্ধতা যাচাই এবং সমস্যা উপস্থাপন

এসব ধাপগুলোর (উপ-দক্ষতা) মধ্যে কতগুলো ব্যবহৃত হবে তা বিষয় এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান দক্ষতা অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শেখানো হয়। শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে। সমস্যা বাস্তবধর্মী হতে হয়। কাজেই কোন সূত্রের বা সমীকরণের সাহায্যে এ সমস্যা সমাধান করা যায় না। শিক্ষার্থীরা কাজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান দক্ষতা অর্জন করে। শুধু বিজ্ঞান বিষয় নয়, মানবিক এবং ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমস্যা সমাধান দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়।

এ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক) ও বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস সমস্যা সমাধান দক্ষতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হবে। সমস্যা সমাধান দক্ষতা ও উচ্চতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা যে ক্ষেত্রে হাতে

কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সাধারণত এই দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় নিয়ে কয়েকটি ধাপে অনুসন্ধানমূলক কাজ করতে হয়। উল্লেখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস গতানুগতিক হবে না। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ধাপ ব্যবহার করে শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিষয়ক কোন সমস্যা সমাধান করবে।

মূল্যায়ন

১। মূল্যযাচাই বলতে কী বুঝায়- আলোচনা করুন।

২। শিখনের উচ্চমাত্রার দক্ষতা বলতে কী বুঝায়? শিখনের কোন কোন দিক এর অন্তর্ভুক্ত?

৩। শিক্ষার্থীর উচ্চ মাত্রার চিন্তন বা যৌক্তিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য কী কী পরিমাপক ব্যবহার করা যেতে পারে?

৪। একজন শিক্ষক হিসেবে কীভাবে উচ্চ মাত্রার চিন্তন দক্ষতা পরিমাপ করবেন?

৫। সহযোগিতামূলক ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

স্কুল বিষয়ভিত্তিক যেমন এ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলীয়, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস, বক্তব্য উপস্থাপন ইত্যাদি।)

কাজ- ২

একজন শিক্ষার্থীর স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে যে সব গুণাবলি থাকে তার মান নিরূপণের কোন বা উক্ত বিষয়ে কৃতিত্বমান দেবার শতকরা ৩০% নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কাজ- ৩

- চিন্তন দক্ষতা, সামাজিক মূল্যবোধ, নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা, উদ্ভাবনীক্ষমতা, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধান, নেতৃত্বের, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।
- লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক জ্ঞানমূলক দিক ছাড়া অন্যান্য কোন দিকের মূল্যযাচাই করা সম্ভব নয়।

পর্ব- খ

কাজ- ১

শিক্ষার্থী যখন শ্রেণি পাঠনা বা পাঠ্য পুস্তকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান থেকে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেয় তখন তাকে মুখস্থ নির্ভর বা স্মৃতি নির্ভর দক্ষতা বলে। কিন্তু শিক্ষার্থীকে যদি এমন প্রশ্ন করা হয় যেটা দেবার জন্য তাকে তাৎক্ষণিকভাবে অর্জিত বা বিভিন্ন শিখন পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞানকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দিতে হয় তখন শিক্ষার্থীর এই শিখন দক্ষতাকে উচ্চস্তরের চিন্তন দক্ষতা বলে। কেননা এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী তার চিন্তন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে এবং এতে শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশের সুযোগ থাকে, অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ ঘটে এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এরফলে পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থী উদ্দীপকের সাথে সাড়া দেয়।

শিক্ষার্থীর সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা, যৌক্তিকতার উপস্থাপন, সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানের উপায় ইত্যাদি শিখনের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।

কাজ- ২

শিক্ষার্থীর উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, শ্রেণি অভীক্ষা, এ্যাসাইনমেন্ট, দলীয় কাজ ইত্যাদি পরিমাপক ব্যবহার করা যায়।

কাজ- ৩

নিজে করুন।

কাজ- ৪

নিজে করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৩**

মাধ্যমিক স্তরে মূল্যযাচাইয়ের জন্য গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ- ২

ভূমিকা

কোন বিষয়ের প্রতি মানুষের মনের পছন্দ, অপছন্দ, ভালালাগা, মন্দলাগা ইত্যাদি অনুভূতির বহি:প্রকাশকে মনোভাব বলে। কোন বস্তু বা বিষয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা সুসংহত মনোদৈহিক প্রস্তুতি হল মনোভাব। আলোচ্য অধিবেশনের ৩টি পর্বে যথাক্রমে মনোভাবের মূল্যযাচাই ও এর প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার্থীর মনোভাবের মূল্যযাচাইয়ের প্রক্রিয়া ও পরিমাপক এবং অধিকতর ভাল শিখনের জন্য মূল্যযাচাইয়ের পরিমাপক এর প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মূল্যযাচাই ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীর মনোভাবের মূল্যযাচাইয়ের প্রক্রিয়া ও পরিমাপক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অধিকতর ভাল শিখনের জন্য মূল্যযাচাইয়ের পরিমাপক এর প্রক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: শিক্ষার্থীর মনোভাবের মূল্যযাচাই এবং এর প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় শিক্ষার্থী, মনোভাব শব্দের সাথে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত। মনোভাব হল পরিবেশের কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুসংহত হয়। মনোবিজ্ঞানী রোজেনবার্গ (১৯৫০) এর মতে, ‘‘মনোভাব হল- কোন বিষয়বস্তুর প্রতি ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া।’’

শিক্ষার্থী বন্ধু, মনোভাব কী সে সম্পর্কে আপনারা জানলেন। এখন মনোভাবের মূল্যযাচাই বলতে আপনি কী বুঝেন সে সম্পর্কে নিচের বক্সে লিখুন এবং সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

প্রিয় শিক্ষার্থী, মনোভাব মূল্যযাচাইয়ের ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কারণে সব শিক্ষার্থী এক ধরনের উদ্দীপকে একই রকম সাড়া দেয় না ফলে শিক্ষার্থীর ভাললাগা, ভাল না লাগা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি, অভিরুচি, বিশেষ আগ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় না। অথচ সঠিকভাবে না জানার কারণে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সঠিক শিখনফল নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোন দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হলে শিক্ষককে প্রথমেই দক্ষতার সাথে সঙ্গতি রেখে শিখনফল নির্ধারণ করতে হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থী কী কী করতে পারবে এই শিখন ফলে তার বর্ণনা থাকে।

পর্ব- খ: শিক্ষার্থীর মনোভাবের মূল্যযাচাইয়ের প্রক্রিয়া ও পরিমাপক

কাজ- ১: শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচের প্রশ্নগুলো পড়ুন এবং এর মধ্যে কোন প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মনোভাব ও কোন প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অনুধাবনমূলক দক্ষতা যাচাই করা হবে তা শনাক্ত করুন এবং আপনার খাতায় লিখুন।

১। খাদ্য কী?

২। খাদ্যের সাথে মানুষের সম্পর্ক কী?

৩। খাদ্যের সাথে শরীর ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কী?

৪। খাদ্যপ্রাণ কীভাবে আমাদের সাহায্য করে?

৫। কোন ধরনের ভিটামিনের অভাবে কী রোগ হয়?

৬। রোগ থেকে মুক্ত থাকার উপায় কী?

৭। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৮। রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে কোনটি উত্তম তা বিচার করুন।

কাজ- ২: শিক্ষার্থী বন্ধু, বইটি বন্ধ করে শ্রেণি পাঠনায় এ দক্ষতা মূল্যায়নে একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার করণীয় সম্পর্কে ২ মিনিট ভাবুন এবং সে সম্পর্কে আপনার ডায়েরিতে লিখুন।

পর্ব- গঃ অধিকতর ভাল শিখনের জন্য মূল্যযাচাইয়ের পরিমাপক নির্ধারণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, যে মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীর শিখনের সার্বিক দিক মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তকগত জ্ঞানের বাইরের অন্য দক্ষতাগুলোকে পরিমাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ ঘটায় তাকে অধিকতর ভাল শিখনের জন্য মূল্যযাচাই বলে।

কাজ- ১: শিক্ষার্থী বন্ধু, কী কী দক্ষতার পরিমাপ শিখনকে অধিকতর মূল্যযাচাইয়ে সাহায্য করে এবং শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা যাচাইকে ভাল করার প্রয়োজনীয়তা কী? এই প্রশ্ন দু'টির উত্তর আপনার বাড়ির কাজের খাতায় লিখুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরে মূল্যযাচাইয়ের জন্য গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ- ২

মনোভাবের মূল্যযাচাই

মনোভাবের মূল্যযাচাই বলতে একজন শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের ঘটনা বা কার্যাবলি কীভাবে গ্রহণ করে, কীভাবে সাড়া দেয়, সাড়া দান বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত স্বকীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন এবং ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিরূপণে বা পরিমাপে সমর্থ হওয়াকে বুঝায়। মনোভাব মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কারণে সব শিক্ষার্থী এক ধরনের উদ্দীপকে একই রকম সাড়া দেয় না ফলে শিক্ষার্থীর ভাল লাগা, ভাল না লাগা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি, অভিরুচি, বিশেষ আগ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় না। অথচ সঠিকভাবে না জানার কারণে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সঠিক শিখনফল নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোন দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হলে শিক্ষককে প্রথমেই দক্ষতার সাথে সঙ্গতি রেখে শিখনফল নির্ধারণ করতে হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থী কী কী করতে পারবে এই শিখন ফলে তার বর্ণনা থাকে।

শিক্ষক শিক্ষাক্রম ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর জন্য এমন শিখনফল নির্ধারণ করবেন যাতে শিক্ষার্থীর অনুধাবন ও মনোভাব পরিমাপের সুযোগ থাকে। শিখনফল হবে, যেমন- দলীয় কাজে অংশগ্রহণের আগ্রহ দেখে দলীয় কাজের মনোভাব যাচাই করা যায়। দলগত কাজে বা এর বাইরে সহপাঠীকে সহযোগিতা করতে দেখলে সহমর্মিতা প্রকাশ পায়, কোন কিছু লিখতে দিলে ভাষার অলংকরণ ব্যবহার ও সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। দলীয় কোন কাজে এগিয়ে আসলে নেতৃত্ব গ্রহণের মনোভাব প্রকাশ পায়। তাছাড়া বিভিন্ন সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেও অনুধাবন ও মনোভাব যাচাই করা যায়। সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য যত্নের সাথে শিখনফল নির্বাচন করা এবং এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সংরক্ষণ করা।

মনোভাব যাচাইয়ের জন্য নিম্নলিখিত দক্ষতা জানা থাকা দরকার।

ব্যক্তিক দক্ষতা

ব্যক্তিক দক্ষতা ব্যক্তিক গুণাবলির সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষাক্রমে ব্যক্তিক গুণাবলির বিকাশকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত আচরণ ও সততা, ক্লাসে উপস্থিতি ও শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ এবং নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তিক দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তিক দক্ষতা সংশ্লিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নোক্ত দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে:

- সৃজনশীলতা
- উদ্যোগ
- অধ্যবসায়
- কাজে নিরাপত্তা
- মানসিক সততা ইত্যাদি।

দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীর কোন কিছু করার সাথে সম্পর্কিত। ব্যক্তিক দক্ষতা সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নোক্ত দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে:

- উপস্থিতি
- অংশগ্রহণ
- বিবেচনা/সচেতনতা
- গভীর মনোযোগ ইত্যাদি।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক দক্ষতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি একই সাথে বিবেচনা করবেন। ব্যক্তিক দক্ষতা যাচাইয়ে কতগুলো দক্ষতা ব্যবহৃত হবে তা শিক্ষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

যোগাযোগ দক্ষতা

যোগাযোগ দক্ষতা দুইভাবে বিবেচনা করা যায়। যথা: লিখিত ও মৌখিক। শিক্ষার্থীর লিখিত কাজ, লিখিত কাজে ব্যবহৃত সারণী, চার্ট, চিত্র, প্রতীক, Notation ইত্যাদি লিখিত যোগাযোগের অন্তর্ভুক্ত। কথা বলা, কোন ধারণা বা বক্তব্য উপস্থাপন মৌখিক যোগাযোগের অন্তর্ভুক্ত।

সার্বিক যোগাযোগ দক্ষতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অভীক্ষা, অনুসন্ধান, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ ও দলগত কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণির কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপন (ব্যক্তিগত/দলীয়) ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিক্ষক মৌখিক উপস্থাপন ক্ষমতা (মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা) যাচাই করবেন।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত বক্তব্য উপস্থাপন, একক, দলভিত্তিক আলোচনা ও এ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক) যোগাযোগ দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এসাইনমেন্টের মাধ্যমে লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা এবং বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা যাচাই করা হবে।

- লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা
- লেখায় স্বকীয়তা/সৃজনশীলতা।

অনেক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা বলা যায় যে, যেসব বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষাকার্যক্রম নিয়মিতভাবে চালু রয়েছে সে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত থাকে এবং ঝরে পড়ার হারও অনেক কম।

অধিকতর ভাল শিখনের মূল্যযাচাই

একজন শিশুকে শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে চিন্তন, ব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবেশে খাপ খেয়ে চলার, এর পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও নতুন মূল্যবোধ সংযোজনের দক্ষতা অর্জনে উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। ফলে একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থীর এসব সামাজিক দক্ষতা তার শিখনকে মূল্যায়নের মাধ্যমে আরও বেশি পরিপূর্ণ করে তোলে। সামাজিক দক্ষতার মূল্যযাচাইকে এখানে অধিকতর ভাল শিখনের জন্য মূল্যযাচাই হিসেবে বুঝানো হয়েছে।

শিখন দক্ষতা যাচাইকে যত বেশি সুনিপুণ ও নৈর্ব্যক্তিক করা যাবে তত বেশি শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে স্বচ্ছতার ধারণা আসবে। শিক্ষক সেই স্বচ্ছ ধারণার প্রেক্ষিতে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে সাজাতে পারবেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দিকের উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর শ্রেণীতে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন, অভিনয়, বিতর্ক ও ভূমিকাভিনয়ে অংশগ্রহণ, সদাচারণ, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, চলতি ঘটনার ওপর মতামত, অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পরিচ্ছন্নতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা/উপযোগিতা প্রতিপাদন, সামাজিক দিক থেকে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা/উপযোগিতা প্রতিপালন (অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক, রাজনৈতিক) ইত্যাদির উন্নয়ন।

সামাজিক কোন ইস্যুতে শিক্ষার্থী ভুল সিদ্ধান্তনিল নাকি সঠিক সিদ্ধান্তনিল সামাজিক শিখনে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কী যৌক্তিকতা প্রতিপালন করা হয়েছে। কত বেশি সংখ্যক ইস্যুকে (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক, পরিবেশগত ইত্যাদি) সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট শিখন ফলের মাধ্যমে সামাজিক শিখন যাচাই করা যায়। সামাজিক শিখন যাচাইয়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান (সমগ্র শ্রেণি সম্পৃক্ত হবে), ভূমিকাভিনয়, অনুশীলন (দলভিত্তিক বা সমগ্র শ্রেণিভিত্তিক) ইত্যাদি কাজে লিপ্ত করা যায়।

এস.বি.এ. (School Base Assessment) এর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তিতা সংক্রান্তনির্দেশক-এর মাধ্যমে অনুগত্য ও সচেতনতা, নম্রতা, স্কুলের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা,

পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা (নিজের ও অন্যের সম্পদের প্রতি যত্ন নেওয়া), শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ে সহযোগিতা, দায়িত্ব গ্রহণে এবং সম্পাদনে আগ্রহ।

যেসব শিখন ফল সামাজিক মূল্যবোধগুলো অর্জনে সহায়ক চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে-

- সঠিক ও ভুল এর পার্থক্য অনুধাবন ও গ্রহণ করতে পারা,
- শিক্ষার্থী এবং পরিবারের সদস্য হিসেবে অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে সচেতনতা,
- সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব দেয়া,
- অন্যের ধারণা ও অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীলতা প্রকাশ,
- নিজ জাতি, সম্প্রদায়, বিদ্যালয়, পরিবার এবং নিজকে নিয়ে গর্ববোধ করার গুরুত্ব,
- স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া,
- পরিবেশগত বিষয়ে সচেতনতা ও সক্রিয় হওয়া।

মনোভাব বা অনুধাবন দক্ষতা মূল্যায়ন যাচাইয়ের শিখনফল হবে এমনঃ

- এই শিখন কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা মেনে কাজ করবে,
- নিরাপত্তা সংক্রান্তব্যাপারে অন্যকে সচেতন করতে পারবে,
- আচরণে সেবামূলক মনোভাব প্রকাশ করবে, শিখনকে একই ধরনের অন্য পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারবে,
- নিজের বোধগম্যতা অন্যকে ব্যাখ্যা করতে পারবে,
- অভিনয় করে, সৃজনশীল লেখনীর মাধ্যমে বুঝাতে পারবে।

কোন বিশেষ কাজ তার পছন্দ যেমন, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, দলের নেতৃত্ব গ্রহণ, সহপাঠীদের সাহায্য করা, শোনা বা দেখার প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ, সৃজনমূলক কাজ যেমন ছবি আঁকা, প্রবন্ধ বা গল্প লেখা, বিমূর্তকে মূর্ত করতে পারা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে।

মূল্যায়ন

১। মনোভাবের মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায়? শিক্ষার্থীর মনোভাব বা অনুধাবনমূলক দক্ষতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা কী?

২। অধিকতর ভাল শিখনের জন্য মূল্যযাচাই বলতে কী বুঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

৩। কী কী দক্ষতার পরিমাপ শিখনের অধিকতর ভাল মূল্যযাচাইয়ে সাহায্য করে?

৪। শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা যাচাইকে ভাল করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৩**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

একজন শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের ঘটনা বা কার্যাবলি কীভাবে গ্রহণ করে, কীভাবে সাড়া দেয়, সাড়া দান বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত স্বকীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাসও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন এবং ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিরূপণে সমর্থ হওয়াকে মনোভাবের মূল্যযাচাই বলে। মনোভাবের মূল্যযাচাইয়ের ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

পর্ব- খ

কাজ- ১

নিজে করুন।

কাজ- ২

শিক্ষক শিক্ষাক্রম ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর জন্য এমন শিখনফল নির্ধারণ করবেন যাতে শিক্ষার্থীর অনুধাবন ও মনোভাব পরিমাপের সুযোগ থাকে। শিখনফল হবে, যেমন- দলীয় কাজে অংশগ্রহণের আগ্রহ দেখে দলীয় কাজের মনোভাব যাচাই করা যায়। দলগত কাজে বা এর বাইরে সহপাঠীকে সহযোগিতা করতে দেখলে সহমর্মিতা প্রকাশ পায়, কোন কিছু লিখতে দিলে ভাষার অলংকরণ ব্যবহারে সৃজনশীলতা বহি:প্রকাশ পায়। দলীয় কোন কাজে এগিয়ে আসলে নেতৃত্ব গ্রহণের মনোভাব প্রকাশ পায়। তাছাড়া বিভিন্ন সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেও অনুধাবন ও মনোভাব যাচাই করা যায়। সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য যত্নের সাথে শিখনফল নির্বাচন করা ও এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সংরক্ষণ করা।

পর্ব- গ

কাজ- ১

একজন শিশুকে শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে চিন্তন, ব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবেশে খাপ খেয়ে চলার, এর পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও নতুন মূল্যবোধ সংযোজনের দক্ষতা অর্জনে উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। ফলে একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থীর এসব সামাজিক দক্ষতা তার শিখনকে মূল্যায়নের মাধ্যমে আরও বেশি পরিপূর্ণ করে তোলে। সামাজিক দক্ষতার মূল্যযাচাইকে এখানে অধিকতর ভাল শিখনের জন্য মূল্যযাচাই হিসেবে বুঝানো হয়েছে। শিখন দক্ষতা যাচাইকে যত বেশি সুনিপুণ ও নৈর্ব্যক্তিক করা যাবে তত বেশি শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে স্বচ্ছতার ধারণা আসবে। শিক্ষক সেই স্বচ্ছ ধারণার প্রেক্ষিতে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে সাজাতে পারবেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দিকের উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন, অভিনয়, বিতর্ক ও ভূমিকাভিনয়ে অংশগ্রহণ, সদাচারণ, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, চলতি ঘটনার ওপর মতামত, অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পরিচ্ছন্নতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা/উপযোগিতা প্রতিপালন, সামাজিক দিক থেকে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা/উপযোগিতা প্রতিপাদন (অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক, রাজনৈতিক) ইত্যাদির উন্নয়ন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৪**

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই- ১

ভূমিকা

আমাদের দেশে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শুধু চিন্তন দক্ষতার নিুতর পর্যায় যাচাই করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখস্থ নির্ভর মেধা যাচাইয়ের মধ্যেই এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ। এই পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চতর দক্ষতা যেমন যাচাই করা সম্ভব হয় না তেমনি একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে কতটুকু দক্ষ তা মূল্যায়নের কোন সুযোগ থাকে না। ফলে একজন শিক্ষার্থী ভাল মানুষ হওয়ার কোন সুযোগ না পেয়ে কিংবা দক্ষতা অর্জন না করেও ভাল ফলাফল করতে পারে। অথচ একজন শিক্ষকই শিক্ষার্থী মানুষ হিসেবে কেমন তা মূল্যায়ন করতে পারেন এবং তার মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন। তাই শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই প্রবর্তন করা হয়।

আলোচ্য অধিবেশনের চারটি পর্বে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের ধারণা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর ধারণা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা নিজেদের মত করে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের একটি সংজ্ঞা তৈরি করুন এবং পরে সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

পর্ব- খ: বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই কী সে সম্পর্কে আপনারা ধারণা পেলেন। আসুন, এখন আমরা বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইরের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করি। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইরের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সকল শিখনফল যাচাই করার কাজে উৎসাহিত করা বা শ্রেণি পাঠনার সাথে সাথে এবং সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর যে সকল দিকের বিকাশ হয় সে সব দিকের মূল্যায়ন করা।

কাজ- ১: শিক্ষার্থী বন্ধু, বইটি বন্ধ করে এখন বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর উদ্দেশ্য নিচের খালি বক্সে লিখুন।

পর্ব- গ: বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ে একটি মাত্র চূড়ান্ত নম্বরের উপর নির্ভর না করে অনেকগুলো নম্বরের উপর শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ফলাফল নির্ভর করে। অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়নের সাথে সাথে গাঠনিক মূল্যযাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অন্যান্য দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়।

কাজ- ১: শিক্ষার্থী বন্ধু, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ে শিখনফল মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর কী কী দক্ষতা পরিমাপ করা যায় তা আপনার ডায়েরীতে লিখুন।

পর্ব- ঘ: বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

কাজ- ১: শিক্ষার্থীবন্ধু, উপরের পর্বগুলো পড়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের যে সব তথ্য পেলেন তার ভিত্তিতে এর বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই- ১

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই হচ্ছে-

- শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন বা উন্নতি ধারাবাহিকভাবে পরিমাপ করা। বিভিন্ন পার্বিক পরীক্ষার এবং শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের অর্পিত কাজের মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে এই পরিমাপ যাচাই করা হয়।
- যেসব সামর্থ্য বা যোগ্যতা পরিমাপ করা যায় না বহি:স্থ পরীক্ষার মাধ্যমে সেগুলোর মূল্যযাচাই করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যাচাই করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্নমুখী প্রতিভার মূল্যায়ন করা হয়।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের মূল কাজ হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে সরাসরি শিক্ষণের সময় শিক্ষণ-শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যে তাৎক্ষণিক কার্যকলাপ পরিদৃষ্ট হয় সেটা লিপিবদ্ধ করা ও সংরক্ষণ করা।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

- সকল শিখনফল যাচাইয়ে উদ্বুদ্ধ করে।
- যুক্তিদান ক্ষমতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক গুণাবলি যাচাই ও পরীক্ষার ভিত্তিতে। কৃতিত্ব যাচাই-এর বাইরে যে সব কৃতিত্ব শিক্ষার্থী অর্জন করে সেটা যাচাই করে।
- যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীর ফলাফল-এর ভিত্তি পরীক্ষাভিত্তিক নম্বরের পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলোর মূল্যযাচাই করে সার্বিক মান নিরূপণ করা হয় অর্থাৎ ফরমেটিভ মূল্যযাচাইকে গুরুত্ব প্রদান করাসহ শিক্ষার্থীকে সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা দানে সাহায্য করে থাকে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই কী ধরনের শিখনফলকে যাচাই করে?

শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত যে সকল শিখনফল শিক্ষার্থী অর্জনে সক্ষম সেটা যাচাই করা বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর প্রধান উদ্দেশ্য।

শিখনফল মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর যেসব শিখন দক্ষতা পরিমাপ করা হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- চিন্তন দক্ষতা।
- সমস্যা সমাধানে দক্ষতা।
- ব্যক্তিক দক্ষতা যা আচরণ ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে।
- যোগাযোগ দক্ষতা বা যোগাযোগ করার ক্ষমতা।
- সহযোগিতামূলক বা দলীয় কাজে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব অর্জনের ক্ষমতা।
- সামাজিক মূল্যবোধ যেমন সামাজিক নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় সিদ্ধান্তগ্রহণে বিবেচনায় আনা।

উল্লেখ্য একটি পাঠে বা বিষয়ে সব সময় সকল শিখন দক্ষতা অর্জিত নাও হতে পারে তবে শিক্ষককে উপরের দক্ষতাগুলোর কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

মূল্যায়ন

১. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন।

৩. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করুন।

৪. বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৪**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের উন্নতির পরিমাপ করা। এই পরিমাপ বিভিন্ন পার্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের অর্পিত কাজের মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে যাচাই করা হয়।

পর্ব- খ

উদ্দেশ্য:

- শুধু চূড়ান্তপরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণ না করে সারা বছর ধরে কাজের মাধ্যমে আংশিক কৃতিত্বের মান নির্ধারণ করা।
- শ্রেণি পাঠের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর যুক্তিদানের ক্ষমতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক গুণাবলি যাচাই করা।
- এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত যেসব শিখনফল আছে শিক্ষার্থী সেগুলো অর্জনে সক্ষম হলো কিনা সেটা যাচাই করা।

পর্ব- গ

শিখনফল মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর যে সব শিখন দক্ষতা পরিমাপ করা হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- চিন্তন দক্ষতা।
- সমস্যা সমাধানে দক্ষতা।
- ব্যক্তিক দক্ষতা যা আচরণ ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে।
- যোগাযোগ দক্ষতা বা যোগাযোগ করার ক্ষমতা।
- সহযোগিতামূলক বা দলীয় কাজে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব অর্জনের ক্ষমতা।

- সামাজিক মূল্যবোধ যেমন সামাজিক নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় সিদ্ধান্তগ্রহণে বিবেচনায় আনা।

পর্ব- ঘ

মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

- শ্রেণি পাঠের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর যুক্তিদানের ক্ষমতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক গুণাবলি যাচাই করা।
- পরীক্ষার ভিত্তিতে কৃতিত্ব যাচাই এর বাইরে যেসব কৃতিত্ব শিক্ষার্থী অর্জন করে সেটা যাচাই করা।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৫**

মাধ্যমিক স্তরে মূল্যযাচাই-এর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

ভূমিকা

ব্যক্তির সার্বিক বিকাশে মনোভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন কিছু শেখার জন্য একজন শিক্ষার্থীর ইতিবাচক মনোভাব থাকা প্রয়োজন। মনোভাব শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'Way of thinking of behaviour'। সাধারণ অর্থে মনোভাব হল ব্যক্তির কোন প্রতিক্রিয়া। নেতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তির শেখার কোন আগ্রহ থাকে না। ফলে তার শিখন ফলপ্রসূ হয় না। শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য এবং তার সার্বিক বিকাশের জন্য সে কেন কী শিখতে চায় এবং কীভাবে শিখতে চায় তা যাচাই করে জেনে নিলে শিখন কার্যকর হয়। তাই শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর যথাযথ মনোভাব গঠন গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য অধিবেশনের ৩টি পর্বে মনোভাব-এর সংজ্ঞা এবং মনোভাব গঠনের উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মনোভাব-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবেন।
- মনোভাব গঠনের উপাদান নির্ধারণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: মনোভাবের সংজ্ঞা নিরূপণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, মনোভাব শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'Way of thinking of behaviour. সাধারণ অর্থে মনোভাব হল ব্যক্তির কোন প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে এর অর্থ হল, বিশেষ এক ধরনের অভিমুখিতা বা প্রবণতা।

শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন- ১

কাজ- ১: শিক্ষার্থী বন্ধু, এবার বইটি বন্ধ করুন এবং মনোভাবের একটি সংজ্ঞা তৈরি করে নিচের বক্সে লিখুন।

এবার বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেয়া মনোভাবের সংজ্ঞার সাথে আপনার সংজ্ঞাটি মিলিয়ে নিন।

সমাজ মনোবিজ্ঞানীগণ মনোভাবকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

আলপোর্ট (১৯৩৫) এর মতে মনোভাব হল "পারিপার্শ্বিক বস্তু ও অবস্থার প্রতি ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ গতিশীল প্রতিক্রিয়ার স্নায়ুবিক ও মানসিক প্রস্তুতি বা মনোভাব হলো পরিবেশের কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি- যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুসংহত হয়। অথবা বলা যায়, "মনোভাব হলো কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি অভিজ্ঞতা দ্বারা সুসংহত মনোদৈহিক প্রস্তুতি।"

থার্সটোন (১৯৬৪) মনোভাবকে "একটি মানসিক বিষয়বস্তুর প্রতি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক অনুভূতির মাত্রা" বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি মানসিক বিষয়বস্তু বলতে ব্যক্তি, প্রতীক, বাক্যাংশ বা ধারণা ইত্যাদি যে কোন বিষয় বুঝিয়েছেন যার প্রতি মানুষের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক অনুভূতি থাকতে পারে।

মারফি, মারফি ও নিউকম্ব (১৯৩৭) "কোন কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে যাবার পূর্ব প্রস্তুতিকে মনোভাবরূপে অভিহিত করেছেন।"

রোজেনবার্গ (১৯৫০) এর মতে মনোভাব হলো "কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া।"

কাট্জ্ ও স্টোটল্যান্ড (১৯৫৯) মনোভাবকে কোন বস্তু বা বস্তুর প্রতীকের প্রতি ব্যক্তির মূল্যায়ন করবার প্রবণতা" বলে উল্লেখ করেছেন।

জিম্বার্ডো ও এবেসেন (১৯৭০) এর মতে মনোভাব হল "অবহিতি ও অনুভূতির মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করবার প্রবণতা"।

Krech, Cruchfield এবং Ballacy (১৯৬২) মনোভাবের উপাদানগত বিশ্লেষণ করেছেন। তারা বলেছেন, "মানুষ তার সীমাবদ্ধ পরিসরে যখন একই বস্তুর সঙ্গে বার বার খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয় তখন তার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্মপ্রবণতা (Action Tendency)- এই তিনটি উপাদানই একত্রিত ও সুসংবদ্ধ হয়ে একটি মনোদৈহিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাকে মনোভাব বলে।

পর্ব- খ: মনোভাবের উপাদান নির্ধারণ

শিক্ষার্থী বন্ধু, মানুষ তার সীমাবদ্ধ পরিসরে যখন একই বস্তুর সঙ্গে বার বার খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয় তখন তার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্ম প্রবণতা (Action Tendency)- এই তিনটি উপাদানই একত্রিত ও সুসংবদ্ধ হয়ে একটি মনোদৈহিক অবস্থা গড়ে তুলে যাকে মনোভাব বলে। যে কোন বিষয়ের প্রতি একজন ব্যক্তির মনোভাব তিনটি উপাদানে গঠিত:

- জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বা অবহিতিমূলক (Cognition)।
- অনুভূতি (Feeling)।
- কর্ম প্রবণতা বা ক্রিয়াগত (Action Tendency)।

প্রিয় শিক্ষার্থী, মনোভাবের উপাদানগুলো কীভাবে শিক্ষার্থীর মনোভাব গঠনের উপর কাজ করে সে সম্পর্কে আপনার খাতায় লিখুন।

পর্ব- গ: মনোভাব গঠনে ব্যক্তিত্বের প্রভাব নির্ধারণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, মনোভাব গঠনে আর একটি প্রভাবশালী উপাদান হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য। প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব (Authoritarian Personality) বিষয়ক অনুসন্ধানে এর প্রমাণ মেলে। গোঁড়ামি, প্রথাগত মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় সমর্থন, উচ্চ মর্যাদার প্রতি অধিক সংবেদনশীলতা, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি মনোভাব প্রভুত্বব্যঞ্জক বা স্বৈরাচারী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। অ্যাডর্নো ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ (১৯৫০) প্রায় ২০০০ নমুনার উপর গণতন্ত্রবিরোধী মনোভাব (Fcism), স্বজাতিপ্রীতি (Ethnocentrism), ইহুদীবিরোধী মনোভাব (Antisemitism), রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতা নির্ণায়ক চারটি মানক প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। এতে তারা চারটি মানকের মধ্যে ইতিবাচক সহসম্পর্ক (Correlation) দেখতে পান। এ ছাড়া চারটি মানকেই উচ্চ সাফল্যাঙ্ক প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাধীকে কঠোর দন্ড প্রদান, অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে অধিকতর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া, নিম্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জোরপূর্বক বাধ্য করা এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদের প্রতি নিজেকে অনুগত রাখবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে নিম্ন সাফল্যাঙ্ক প্রাপ্তরা উচ্চ সাফল্যাঙ্ক প্রাপ্তদের তুলনায় অধিক সহনশীল, কম রক্ষণশীল, নিজ মূল্যবোধ ও আচরণ সম্পর্কে অধিক মনোযোগী ও অধিকতর অন্তর্দর্শন ও আত্মবিশেষণ প্রবণ হতে দেখা যায়। এই ফলাফল থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে প্রভূত্বব্যঞ্জক মনোভাবের বিভিন্ন দিকগুলো ব্যক্তির সুগভীর ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রেঞ্জ (১৯৪৭) ধর্মীয় মনোভাব সম্পর্কিত এক গবেষণায় প্রায় ২০টি অভীক্ষা প্রয়োগ করে দেখতে পান যে, যেসকল পরীক্ষার্থীর ধর্মীয় মনোভাব অত্যন্তসুসংগঠিত তাদের ব্যক্তিত্বের গঠন অপেক্ষাকৃত কম সংগঠিত; ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অনেকটাই আলাদা। অনুরূপভাবে ম্যাকক্লসকি (১৯৫৮) রক্ষণশীলতা (Conservatism) মনোভাব পরিমাপ করতে যেয়ে লক্ষ্য করেন যে রক্ষণশীল মনোভাবের পিছনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিফলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, হীনমন্যতা প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য কাজ করে। অত্যধিক রক্ষণশীলদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা আক্রমণাত্মক, সন্দেহপ্রবণ, গোঁড়া ও অপেক্ষাকৃত কম সহনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধু, ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে মনোভাব গঠন কার্যকর হতে পারে সে সম্পর্কে আপনার ডায়েরিতে লিখুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরে মূল্যযাচাই-এর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

মনোবিজ্ঞানীরা মনোভাবকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। মনোবিজ্ঞানী কোলেসনিক (Kolesnik) বলেছেন, ‘‘কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি, ধারণা বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে মানসিক অনুভূতিযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার যে পূর্বপ্রস্তুতি তাই হলো মনোভাব।’’

মনোবিজ্ঞানী ক্যাম্পবেল (Campbell) বলেছেন, ‘‘মনোভাব হল সুনির্দিষ্ট ধরনের উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য।’’

থার্সটোন মনোভাবকে ‘‘একটি মানসিক বিষয়বস্তুর প্রতি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক অনুভূতির মাত্রা’’ বলে বুঝিয়েছেন। তিনি মানসিক বিষয়বস্তু বলতে ব্যক্তি, প্রতীক, বাক্যাংশ বা ধারণা ইত্যাদি যে কোন বিষয় বুঝিয়েছেন যার প্রতি মানুষের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক অনুভূতি থাকতে পারে।’’

আলপোর্ট এর মতে মনোভাব হল ‘‘পারিপার্শ্বিক বস্তু ও আস্থার প্রতি ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ গতিশীল প্রতিক্রিয়ার স্নায়ুবিক ও মানসিক প্রস্তুতি।

মারফি, মারফি ও নিউকম্ব-এর মতে, ‘‘কোন কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে থাকার পূর্ব প্রস্তুতিকে মনোভাব বলেছেন।’’

রোজেনবার্গ এর মতে, ‘‘মনোভাব হলো কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া।’’

কাট্‌জ্‌ ও স্টোটল্যান্ড মনোভাবকে কোন বস্তু বা বস্তুর প্রতীকের প্রতি ব্যক্তির মূল্যায়ন করবার প্রবণতা বলে উল্লেখ করেছেন।

জিম্বার্ডো ও এবেসেন এর মতে মনোভাব হল ''অবহিতি ও অনুভূতির মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করবার প্রবণতা।''

উপরের সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মনোভাবের মধ্যে তিনটি প্রধান উপাদান আছে:

১। অবহিতিমূলক (Cognitive)

২। অনুভূতিমূলক (Affective)

৩। ক্রিয়াগত (Action) উপাদান।

যেমন ধরা যাক, কোন শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্রের ইতিবাচক মনোভাব আছে। এই মনোভাবের অবহিতিমূলক উপাদানের মধ্যে শিক্ষকের জ্ঞান, বুঝানোর ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্রের অবহিতিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার অনুভূতি সংক্রান্তদিক হল ঐ শিক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রটির ভাল লাগা বা পছন্দ। এই অবহিতি আর অনুভূতির প্রভাবে ছাত্রটি তার আচরণের মাধ্যমে শিক্ষকের প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন, কেউ যদি উক্ত শিক্ষক সম্পর্কে সমালোচনা করে তাহলে ছাত্রটি তা মেনে নেয় না এবং তার প্রতিবাদ করে। আবার শিক্ষক কোন সমস্যায় পড়লে ছাত্রটি তাকে সাহায্য করে। এগুলো মনোভাবের ক্রিয়াগত দিক। এভাবে মনোভাবের মধ্যে আমরা অবহিতি, অনুভূতি এবং ক্রিয়াগত উপাদানের সমাবেশ দেখতে পাই। ফিশবাইন ও আজেন (১৯৭৫) এই তিনটি উপাদানের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি কীভাবে তার মনোভাব সম্পর্কিত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে সে সম্পর্কে একটি তত্ত্ব (Model) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতে তিনটি উপাদানের প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রদান করে মনোভাব পরিমাপের নির্দেশ দিয়েছেন।

মনোভাব, মতামত ও মূল্যবোধ

মনোভাবের বাচনিক প্রকাশকে আমরা মতামত (Opinion) বলে থাকি। কোন প্রশ্ন বা বক্তব্যের উত্তরে সম্মতি বা অসম্মতিজ্ঞাপন মতামতের দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বাসটি মতামতে ব্যক্ত হয়। আর মনোভাব হল এই মতামত দানের অন্তর্নিহিত মানসিক অবস্থা বা পূর্বপ্রস্তুতি। মতামতে অবহিতি বা জ্ঞানীয় উপাদানই প্রধান। অনুভূতি উপাদানটি মতামতে অবর্তমান। কিন্তু মনোভাবে অবহিতি, অনুভূতি ও ক্রিয়াগত উপাদানের সবগুলোই বর্তমান।

কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাস হল মূল্যবোধ। সততা, স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি প্রভৃতি মূল্যবোধের উদাহরণ। অর্থাৎ মূল্যবোধের অংশ হচ্ছে মনোভাব। তাই মূল্যবোধের সংখ্যা মনোভাবের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। রকীচ (১৯৬৮) এর ভাষায় "আমাদের হাজার হাজার মনোভাব থাকতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ রয়েছে কয়েক ডজন মাত্র"। মনোভাব ও মূল্যবোধ দুইই পরিবর্তনশীল। কিন্তু মূল্যবোধের তুলনায় মনোভাব অপেক্ষাকৃত বেশি পরিবর্তনশীল। কৃষ্টি মূল্যবোধের ধারক বলেই বোধ হয় মূল্যবোধের স্থিতিশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশি। আলপোর্ট, ভার্নন ও লিন্ডজে (১৯৫১) মূল্যবোধ পরিমাপনের জন্য Atudy of Values নামক একটি মানক (পরিমাপক স্কেল) তৈরি করেছেন। এই মানকের সাহায্যে তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সৌন্দর্য বিষয়ক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পরিমাপ করা হয়। পরবর্তীকালে আরও অনেক মূল্যবোধ মানক প্রণয়ন করা হয়েছে যেগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধ পরিমাপ করা যায়।

মনোভাব গঠনে আর একটি প্রভাবশালী উপাদান হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য। প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব (Authoritarian Personality) বিষয়ক অনুসন্ধানে এর প্রমাণ মেলে। গোঁড়ামি, প্রথাগত মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় সমর্থন, উচ্চ মর্যাদার প্রতি অধিক সংবেদনশীলতা, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি মনোভাব প্রভুত্বব্যঞ্জক বা স্বৈরাচারী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। অ্যাডর্নো ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ (১৯৫০) প্রায় ২000 নমুনার উপর গণতন্ত্রবিরোধী মনোভাব, স্বজাতিপ্রীতি (Ethnocentrism), ইহুদীবিরোধী মনোভাব (Antisemitism), ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতা নির্ণায়ক চারটি মানক প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। এতে তারা চারটি মানকের মধ্যে ইতিবাচক সহসম্পর্ক (Correlation) দেখতে পান। এ ছাড়া চারটি মানকেই উচ্চ সাফল্যাঙ্ক প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাধীকে কঠোর দন্ড প্রদান, অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে অধিকতর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া, নিম্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জোরপূর্বক বাধ্য করা এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদের প্রতি নিজেকে অনুগত রাখবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে নিম্ন সাফল্যাঙ্ক প্রাপ্ত উচ্চ সাফল্যাঙ্ক প্রাপ্তদের তুলনায় অধিক সহনশীল, কম রক্ষণশীল, নিজ মূল্যবোধ ও আচরণ সম্পর্কে অধিক মনোযোগী ও অধিকতর অন্তর্দর্শন ও আত্মবিশ্বাস প্রবণ হতে দেখা যায়। এই ফলাফল থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে প্রভূত্বব্যঞ্জক মনোভাবের বিভিন্ন দিকগুলো ব্যক্তির সুগভীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রেঞ্জ (১৯৪৭) ধর্মীয় মনোভাব সম্পর্কিত এক গবেষণায় প্রায় ২০টি অভীক্ষা প্রয়োগ করে দেখতে পান যে, যে সকল পরীক্ষার্থীর ধর্মীয় মনোভাব অত্যন্ত সুসংগঠিত তাদের

ব্যক্তিত্বের গঠন অপেক্ষাকৃত কম সংগঠিত ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন; ব্যক্তি অপেক্ষা অনেকটাই আলাদা। অনুরূপভাবে ম্যাকক্লসকি (১৯৫৮) রক্ষণশীলতা (Conservatism) মনোভাব পরিমাপ করতে যেয়ে লক্ষ্য করেন যে রক্ষণশীল মনোভাবের পিছনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিফলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, হীনমন্যতা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কাজ করে। অত্যাধিক রক্ষণশীলদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা আক্রমণাত্মক, সন্দেহপ্রবণ, গোঁড়া ও অপেক্ষাকৃত কম সহনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ তিনভাবে মনোভাব গঠনে কার্যকর হতে পারে। প্রথমত: যে কোন বিষয় গ্রহণ বা বর্জন করবার মানসিক প্রস্তুতি নির্ণীত হয় ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে। দ্বিতীয়তঃ অর্জিত মনোভাবের ধরন বা স্থিতিশীলতা ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণের উপর নির্ভর করে। তৃতীয়ত: মনোভাবের অভিব্যক্তি নির্ধারিত হয় ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা। সংক্ষেপে, ব্যক্তির মনোভাব গঠনে পরিবার, সামাজিক দল, কৃষ্টি প্রভৃতির মতো ব্যক্তিত্বের প্রেক্ষাপটও অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। এ সকল উপাদানের যৌথ প্রভাবে বিভিন্ন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন রকম মনোভাব গড়ে ওঠে।

মনোভাবের প্রত্যেকটি উপাদানেরই আবার শক্তি বা তীব্রতার পার্থক্য হতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্ম প্রবণতা এই তিনটি উপাদান সব সময় একই রকম শক্তিশালী নাও হতে পারে। আবার জটিলতার দিক থেকেও উপাদানগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে- যেমন ধনতন্ত্র সম্বন্ধে একজনের জ্ঞান খুবই সরল হতে পারে, আবার বহু অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে খুব জটিলও হতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে ধনতন্ত্রের পক্ষের বা বিপক্ষে একজনের কর্মপ্রবণতা বেশ সহজ হতে পারে; যেমন একজন ধনতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিতে চায়; আবার খুব জটিলও হতে পারে, যেমন ধনতন্ত্রের স্বপক্ষে একজন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। এমনিভাবে মনোভাবের প্রত্যেকটি উপাদান জটিলতার দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সামঞ্জস্যপূর্ণতা। একটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি খুব কমই থাকে। সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট মনোভাব অন্যান্য কতগুলো মনোভাবের সঙ্গে একত্রে দল বেঁধে থাকে- যাকে বলা হয় ঝাঁক বা (Cluster)। এসব মনোভাব যে পরিমাণে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ হয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে সেই পরিমাণে সংহতি বা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ ধরনের ঐক্য খুব কম লোকের মধ্যেই আছে। একটি মাত্র মূল্যবোধ বা দর্শন খুব কম লোকের মাঝেই লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক লোকেরই রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিল্পীয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকে। Ferguson (১৯৩৯) মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহকে সাধারণ তিনটি ঝাঁক বা দলে ভাগ করেছেন:

(ক) ধর্মীয় বোধ- বিবর্তন, ঈশ্বর, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রতি মনোভাবের একটি ঝোঁক।

(খ) মানবতা বোধ- মৃত্যুদন্ড, শাস্তি, যুদ্ধ ইত্যাদির প্রতি মনোভাব।

(গ) জাতীয়তাবোধ- সাম্যবাদ, আইন, দেশপ্রেম, সেন্সরশীপ ইত্যাদির প্রতি মনোভাব।

মূল্যায়ন

১। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া মনোভাবের সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে মনোভাবের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা তৈরি করুন।

২। মনোভাব গঠনের উপাদানগুলো কী কী? এগুলো কীভাবে শিক্ষার্থীর মনোভাব গঠনের উপর ক্রিয়া করে? ব্যাখ্যা করুন।

৩। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের উপর বিভিন্ন রকম মনোভাব গঠন নির্ভর করে- আলোচনা করুন।

৪। ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ কীভাবে মনোভাব গঠনে কার্যকর হতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৫**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

- মনোভাব হলো কোন বিষয়ের প্রতি মানুষের মনের পছন্দ- অপছন্দ, ভাললাগা-মন্দলাগা ইত্যাদি অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ
- "মনোভাব হলো কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি অভিজ্ঞতা দ্বারা সুসংহত মনোদৈহিক প্রস্তুতি।"
- মনোভাব হলো পরিবেশের কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি- যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুসংহত হয়।

পর্ব- খ

মনোভাবের উপাদানগুলো কীভাবে শিক্ষার্থীর মনোভাব গঠনের উপর ক্রিয়া করেঃ
মনোভাবের মধ্যে তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে-
১। জ্ঞানমূলক বা অবহিতিমূলক (Cognitive),
২। অনুভূতিমূলক (Affective)
৩। কর্ম-প্রবণতামূলক বা ক্রিয়াগত (Action) উপাদান।

একটি উদাহরণ দিয়ে উপাদানগুলোকে বুঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, কোন শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্রের অনুকূল বা ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এই মনোভাবের অবহিতিমূলক উপাদানের মধ্যে শিক্ষকের জ্ঞান, বুঝানোর ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্রের অবহিতি বা জ্ঞানকে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুভূতি সংক্রান্তদিক হল ঐ শিক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রটির ভাললাগা বা পছন্দ। এই অবহিতি আর অনুভূতির প্রভাবে ছাত্রটি তার আচরণের মাধ্যমে শিক্ষকের প্রতি অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করে। যেমন, কেউ যদি উক্ত শিক্ষক সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করে তাহলে ছাত্রটি তা খন্ডন করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। অথবা শিক্ষক যদি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন তাহলে ঐ ছাত্র তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। এগুলো মনোভাবের ক্রিয়াগত দিক।

এমনিভাবে মনোভাবের মধ্যে আমরা অবহিতি, অনুভূতি এবং ক্রিয়াগত উপাদানের সমাবেশ দেখতে পাই।

মনোভাবের জ্ঞানগত উপাদান হলো কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির বিশ্বাস ও ধারণার সমষ্টি। যেমন ধনতন্ত্র সম্বন্ধে একজনের দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হলো ধনতন্ত্রের মৌল নীতিগুলো সম্বন্ধে তার জ্ঞান, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের ইতিহাস, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অগ্রগতি বা অবনতির ধারণা, বৈদেশিক নীতির জ্ঞান ইত্যাদির সমষ্টি। মনোভাবের অনুভূতিমূলক উপাদান হলো উক্ত বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির মানসিক ভাব বা আবেদন। ব্যক্তি কোন বিষয়কে ভাল মনে করে? না খারাপ মনে করে? আনন্দদায়ক মনে করে না বেদনাদায়ক মনে করে? এই অনুভূতি থেকেই কোন বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির কর্ম প্রবণতা তৈরি হয়। ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ের প্রতি ধনাত্মক (Positive) মনোভাব সম্পন্ন হয় তাহলে সে বস্তুটিকে অর্জন করতে চাইবে, সাহায্য করতে চাইবে, সমর্থন করতে চাইবে। বিপরীত পক্ষে, কোন বিষয়ের প্রতি একজনের ঋণাত্মক মনোভাব থাকলে ব্যক্তি বস্তুটিকে এড়িয়ে যেতে চাইবে, আক্রমন বা ধ্বংস করতে চাইবে।

পর্ব- গ

ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ তিনভাবে মনোভাব গঠনে কার্যকর হতে পারে। প্রথমতঃ যে কোন বিষয় গ্রহণ বা বর্জন করবার মানসিক প্রস্তুতি নির্ণীত হয় ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে। দ্বিতীয়তঃ অর্জিত মনোভাবের ধরন বা স্থিতিশীলতা ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের উপর নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ মনোভাবের অভিব্যক্তি নির্ধারিত হয় ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য দ্বারা। সংক্ষেপে, ব্যক্তির মনোভাব গঠনে পরিবার, সামাজিক দল, কৃষ্টি প্রভৃতির মতো ব্যক্তিত্বের প্রেক্ষাপটও অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। এ সকল উপাদানের যৌথ প্রভাবে বিভিন্ন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন রকম মনোভাব গড়ে ওঠে।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৬**

মাধ্যমিক স্তরে মনোভাবের মূল্যযাচাই- ১

ভূমিকা

যে কোন কাজের মত শিক্ষামূলক কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীর উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই মানসিক প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মনোভাব। শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মনোভাব তার নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে। তাই শিক্ষামূলক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মনোভাবের পরিমাপ একান্তপ্রয়োজন।

আলোচ্য অধিবেশনের ৩টি পর্বে যথাক্রমে মনোভাবের পরিমাপক স্কেল, লিকার্ট স্কেল গঠন ও ব্যবহার এবং মনোভাব পরিমাপে থাস্টন স্কেল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মনোভাব পরিমাপক লিকার্ট স্কেল তৈরি করতে পারবেন।
- মনোভাব পরিমাপক থার্স্টোন স্কেল কী তা বলতে পারবেন এবং এর ব্যবহার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: মনোভাবের পরিমাপক স্কেল

কাজ- ১: প্রিয় শিক্ষার্থী, বইটি বন্ধ করে ১ মিনিট চোখ বন্ধ করে মনোভাবের পরিমাপক স্কেল সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং আপনার মত করে এর একটি সংজ্ঞা তৈরি করে নিচের খালি জায়গায় লিখুন।

পর্ব- খ: লিকার্ট স্কেল গঠন ও ব্যবহার

শিক্ষার্থী বন্ধু, মনোবিজ্ঞানী লিকার্ট (Likert) মনোভাব পরিমাপের জন্য যে অভীক্ষা তৈরি করেন সেগুলোতে তিনি একটি বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতিকে লিকার্টের পদ্ধতি (Likert's Method) বলে।

লিকার্ট পদ্ধতিতে প্রথমত: যে বিষয় সম্পর্কে মনোভাব যাচাই করা হবে সেই বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বহুসংখ্যক উক্তি বা বিবৃতি সংগ্রহ করতে হয়।

উক্ত বিবৃতির সাথে পাঁচটি মনোভাব তীব্রতা জ্ঞাপক উত্তর থাকে এবং উত্তরের সাথে সংখ্যামান দেয়া থাকে যে মান থেকে উত্তরদাতার মনোভাবের ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক এর তীব্রতা নির্ণয় করা হয়।

কাজ- ১: অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মতামত গ্রহণের জন্য লিকার্ট স্কেল পদ্ধতিতে একটি নমুনা স্কেল তৈরি করুন।

পর্ব- গ: মনোভাব পরিমাপে থার্সটোন (Thurstone) স্কেল

শিক্ষার্থী বন্ধু, থার্সটোন মনোভাব পরিমাপের জন্য প্রায় তিরিশটি অভীক্ষা তৈরি করেন। এসব অভীক্ষার দ্বারা কোন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রতি কি ধরনের মনোভাব আছে তা পরিমাপ করা সম্ভব। যেমন- মৃত্যুদন্ডের প্রতি মনোভাব পরিমাপের জন্য একটি স্কেল, ধর্মীয় সংস্থার প্রতি মনোভাব পরিমাপের জন্য একটি স্কেল ইত্যাদি। এসব অভীক্ষা তৈরির ক্ষেত্রে থাস্টোর্ন এক ধরনের বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। মনোভাবের অভীক্ষা গঠনের এই কৌশলকে থার্সটোন পদ্ধতি (Thurstone Method) বলে।

কাজ- ১: শিক্ষার্থী বন্ধু, সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিমাপের জন্য থার্সটোনের পদ্ধতি অনুসরণে একটি নমুনা স্কেল প্রস্তুত করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরে মনোভাবের মূল্যযাচাই- ১

মাধ্যমিক স্তরে মনোভাবের মূল্যযাচাই

Rensis Likert

মনোভাবের অভীক্ষা হলো এক ধরনের আত্ম-বিবৃতিমূলক কৌশল যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির, বিশেষ বস্তুর ধারণা, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রতি কি পরিমাণ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মনোভাব গড়ে উঠেছে তা পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিতে আমরা মনোভাবকে গুণগত দিক থেকে পরিমাপ করে থাকি। কিন্তু মনোভাবের অভীক্ষায়, মনোভাবকে পরিমাণগত দিক থেকে পরিমাপ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এসব অভীক্ষায় স্কোর হিসাবে সংখ্যামান দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

মনোভাব পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান অসুবিধা আছে, যার জন্য কোন মনোভাবের অভীক্ষা সর্বজনীন হতে পারে না। পরিস্থিতি পরিবর্তনে মনোভাবের পরিবর্তন হয়। তাই কোন আদর্শায়িত মনোভাবের স্কেল দ্বারা যে কোন পরিস্থিতিতে মনোভাব পরিমাপ করা যায় না। নিম্নে দুইটি মনোভাব পরিমাপের পদ্ধতির সাথে শিক্ষকের পরিচিতি থাকলে, প্রত্যেক শিক্ষক তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী মনোভাবের অভীক্ষাটি তৈরি করে নিতে পারবেন। নিম্নে তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

লিকার্টের মনোভাব স্কেল গঠনের পদ্ধতি
(Likert's method of Construction of Attitude Scale)

মনোভাব পরিমাপের জন্য মনোবিদ লিকার্ট (Likert) যে অভীক্ষা তৈরি করেন, সেগুলোতে তিনি একটি বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় লিকার্টের পদ্ধতি (Likert's Method)। এই পদ্ধতিতে স্কোর মানগুলো পর্যায়ক্রমে ক্রমোচ্চ মানের দিকে অগ্রসর হয় এবং এই মান সমষ্টিমূলক। তাই এই পদ্ধতিকে অনেক সময় সমষ্টিমূলক রেটিং পদ্ধতি (Method of Summated Rating) বলা হয়।

লিকার্ট (Likert) প্রবর্তিত এই পদ্ধতি থার্সটোনের পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক সহজ। এখানে

বিবৃতিগুলোকে বিচারকের দ্বারা পরীক্ষা করাতে হয় না। ফলে এই ধরনের অভীক্ষা তৈরি করতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে। এই পদ্ধতিতে মনোভাবের অভীক্ষা গঠন করতে হ'লে নিম্নরূপ পর্যায়ে অগ্রসর হতে হয়।

প্রথমত: বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্রের ভিত্তিতে বিবৃতিগুলো গঠন করা হয়। এখানে এমন এক ধরনের বিবৃতি গ্রহণ করা হয়, যেগুলোর দ্বারা পরিষ্কারভাবে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মনোভাব ব্যক্ত করা যায়। থার্সটোনের স্কেলের মত এখানে নিরপেক্ষ বিবৃতি গ্রহণ করা হয় না।

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য সম্ভাব্য উত্তরগুলো গঠন করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৫টি করে উত্তর নির্বাচন করা হয়। এই ৫টি উত্তর একটি পাঁচ একক স্কেলের উপর থাকে যার মধ্যবিন্দুটি নিরপেক্ষ উত্তরের পরিচায়ক। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বিবৃতি: বিদ্যালয় একটি আনন্দের জায়গা

স্কেল:

সম্পূর্ণ একমত	একমত	নিরপেক্ষ	একমত নই	মোটেই একমত নই

প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য এরূপ উত্তরের বিবৃতি নির্ধারণ করে, মূল বিবৃতিটির নিচে অথবা পাশে লেখা হয়। এভাবে যে অভীক্ষা ফর্ম বা তালিকাটি প্রস্তুত হয়, তাই হ'ল মনোভাব পরিমাপক অভীক্ষা।

তৃতীয়তঃ লিকার্টের পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য এক স্কোরমান থাকে না। প্রত্যেকটি বিবৃতির সঙ্গে যুক্ত পাঁচ একক স্কেলের বিবৃতিগুলোর জন্য পৃথক পৃথক স্কোরমান ধরা হয়। প্রথমতঃ লিকার্ট যে পদ্ধতির প্রচলন করেন তা হলো- পাঁচটি বিবৃতির জন্য ক্রমোচ্চ হারে ১, ২, ৩, ৪, ৫ স্কোর মান ধরা। অর্থাৎ বিবৃতিটি যখন ধনাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে, তখন সবচেয়ে বেশি সমর্থনযোগ্য সেই বিন্দুটির জন্য ৫ স্কোর মান ধরা হয় এবং যে বিন্দুতে তীব্রতমভাবে বিবৃতিটি বর্জন করা হয়েছে তার জন্য ১ স্কোরমান ধরা হয়। আবার মূল বিবৃতিটি যদি ঋণাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক হয়, তবে চরম ঋণাত্মক বিন্দুতে স্কোরমান ৫ ধরা হয় এবং চরম ধনাত্মক বিন্দুতে ১ স্কোরমান ধরা হয়। নিম্নের উদাহরণ থেকে বিষয়টি বোঝা যাবে।

	বিবৃতি: বিদ্যালয় একটি আনন্দের জায়গা (ধণাত্মক বিবৃতি)					
	স্কেল মান	৫	৪	৩	২	১
	স্কেল	সম্পূর্ণ একমত	একমত	নিরপেক্ষ	একমত নই	মোটেই একমত নই

	বিবৃতি: বিদ্যালয়ে যাওয়া মানেই সময় নষ্ট (ঋণাত্মক বিবৃতি)					
	স্কেল মান:	৫	৪	৩	২	১
	স্কেল:	মোটেই একমত নই	একমত নই	নিরপেক্ষ	একমত	সম্পূর্ণ একমত

সুতরাং দেখা যাচ্ছে লিকার্টের পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিবৃতির স্কোরমান নির্ণয় করাও অনেক সহজ। অবশ্য বর্তমানে এই পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। আরো সঠিক স্কোরমান পাওয়ার জন্য বর্তমানে উন্নত গাণিতিক কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমতঃ অভীক্ষাটিকে একটি নমুনাদলের উপর প্রয়োগ করা হয়, নমুনাদলের উত্তরগুলোকে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই রীতির স্কোর করা হয়। পরে প্রত্যেকটি বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ৫টি উত্তর উপশ্রেণীর বা ৫টি বিন্দুর মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্কোর বণ্টন বিচার করা হয় স্বাভাবিক বণ্টনের অনুমানে। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সংখ্যা যেভাবে ৫টি বিন্দুর মধ্যে বিস্তৃত তার ভিত্তিতে ঐ অংশে স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের কোটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয়। ঐ মানকে ঐ বিন্দুর স্কোরমাপের কাজের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিমাপের জন্য অভীক্ষা গঠন করতে গিয়ে, এই ধরনের জটিল প্রক্রিয়া ব্যবহার না করলেও চলে।

ফলে স্কোরমান নির্ণয়ের জটিল গাণিতিক পদ্ধতিটি বাদ দিলে লিকার্টের পদ্ধতিতে মনোভাবের অভীক্ষা গঠনের কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। অভীক্ষাটি প্রয়োগ করার পর, স্কোরমান ১, ২, ৩, ৪, ৫ নিয়মে প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য নির্ণয় করাও সহজ। পরে এই আংশিক স্কোরগুলো যোগ করলে শিক্ষার্থীর মোট স্কোর পাওয়া যায়। এই একক সংখ্যামান দ্বারা শিক্ষার্থীর মনোভাবকে প্রকাশ করা হয়।

থার্সটোনের (Thurstone) মনোভাবের স্কেল গঠনের পদ্ধতি

থার্সটোন মনোভাব পরিমাপের জন্য প্রায় ত্রিশটি অভীক্ষা বা স্কেল তৈরি করেন। এইসব অভীক্ষার দ্বারা কোন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রতি কি ধরনের মনোভাব আছে তা পরিমাপ করা যায়। যেমন চার্চ বা ধর্মীয় সংস্থার প্রতি মনোভাব পরিমাপের জন্য একটি স্কেল ইত্যাদি। এইসব স্কেল বা অভীক্ষা তৈরির ক্ষেত্রে থার্সটোন এক বিশেষ ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। মনোভাবের অভীক্ষা গঠনের এই কৌশলকে বলা হয় থার্সটোনের পদ্ধতি (Thurstone Method)। এই অভীক্ষা গঠনের সময় এই পদ্ধতিকে আপাতঃ সমপার্থক্যের পদ্ধতি (Method of Equal Appearing Interval) বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে মনোভাবের অভীক্ষা গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পর্যায়ে অগ্রসর হতে হয়।

১। **বিবৃতি গঠন** (Preparing Statement)- প্রথমতঃ যে বিষয় বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনোভাব পরিমাপ করতে হবে, তার ভিত্তিতে এমন কতকগুলো বিবৃতি নির্বাচন করতে হবে যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব প্রকাশ করা যায়। যত রকম ভাষায় এবং যেভাবে মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব, সবগুলোই লিপিবদ্ধ করতে হবে। বিবৃতির সংখ্যা যত বেশি হয় ততই ভাল। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক বা পরীক্ষক এ ব্যাপারে অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। যেমন- আমরা যদি বিদালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোভাব কিরূপ তা পরিমাপ করতে চাই, তাহ'লে প্রথমতঃ ঐ মনোভাবজ্ঞাপক বিবৃতি সংগ্রহ করতে হবে। বিবৃতিগুলো হবে নিম্নরূপ-

১। বিদ্যালয় খুব আনন্দের জায়গা।

২। বিদ্যালয়ে আসায় আমি খুব আগ্রহী।

৩। বিদ্যালয়ে এসে সময় নষ্ট হয়।

এই কাজে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিবৃতি চাইতে পারেন। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের মনোভাবের প্রকাশ করা বিবৃতিগুলো প্রথমত: একটি তালিকায় লিখতে হবে।

২। **বিবৃতির সম্পাদনা** (Editing of Statement)- বিবৃতিগুলো লেখা হ'য়ে যাওয়ার পর সেগুলোকে পুনর্বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন। বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলো ধনাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক এবং কোন্‌গুলো ঋণাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক তা বিচার করে দেখতে হবে। যতগুলো ধনাত্মক বিবৃতি আছে, ততগুলো ঋণাত্মক বিবৃতি আছে কিনা তাও দেখতে

হবে। তাছাড়া যদি কোন বিবৃতি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, সেটিকে বাদ দিতে হবে। সম্ভব হলে মনোভাব প্রকাশের তীব্রতার দিক থেকেও তাদের বিচার করতে হবে। এইভাবে সম্পাদনার পর যে বিবৃতিগুলো থাকবে সেগুলোকে অভীক্ষা পদ (Test Item) হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এই বিবৃতিগুলোকে পৃথকভাবে এক-একটি কাগজের ফালিতে (Strip of Paper) লিখতে হবে। এক-একটি বিবৃতি অন্তঃতপক্ষে ৩০ বার ত্রিশটি কাগজে লিখতে হবে।

৩। **বিচারকরণ** (Judging of Statement)- বিবৃতি লেখা কাগজের ফালিগুলোর এক-একটি সেট (Set) এক একজন বিচারককে দিতে হবে। অর্থাৎ, ৩০ জন বিচারককে ৩০ টি বিবৃতির সেট দেওয়া হবে। প্রত্যেক বিচারককে এই বিবৃতি-গুলোকে ১১ টি শ্রেণিতে ভাগ করতে বলা হবে। অর্থাৎ, যেখানে অভীক্ষার উচ্চমান বেশি ধনাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক হবে, সেখানে সবচেয়ে বেশি ধনাত্মক মনোভাব প্রকাশক বিবৃতিগুলোকে রাখা হবে। এই শ্রেণিটির ক্রমিক নং হবে ১১, অন্যদিকে ১ নং শ্রেণিতে থাকবে সবচেয়ে তীব্র ঋণাত্মক মনোভাব প্রকাশক বিবৃতিগুলো।

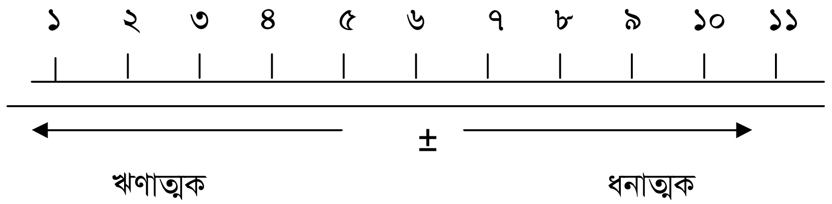

স্বাভাবিকভাবে ৬ নং শ্রেণিটিতে এমন বিবৃতিগুলো রাখতে বলা হবে, যেগুলো ঋণাত্মক বা ধনাত্মক কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেনা। অর্থাৎ এই যে ১১ টি শ্রেণিতে বিবৃতিগুলোকে বিভক্ত করার জন্য বিচারকদের বলা হবে, তার মধ্যে ৫ টিতে থাকবে ঋণাত্মক মনোভাব প্রকাশক বিবৃতিগুলো এবং অপর পাঁচটিতে থাকবে ধনাত্মক মনোভাব প্রকাশক বিবৃতিগুলো। আর মাঝখানে থাকবে নিরপেক্ষ বিবৃতিগুলো। প্রত্যেক বিচারককে এই কাজ বিচার বিবেচনা করে করতে বলা হবে। শিক্ষক তাঁদের সচেতন করে দেবেন, তাঁরা যেন এই শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত না করেন। বিচারক হিসাবে কাজ করার জন্য অন্যান্য শিক্ষক এবং অভিভাবকদের অনুরোধ করা যেতে পারে।

৪। **পদ বিশ্লেষণ ও স্কোরমান নির্ণয়** (Item Analysis and Determination of Score Value)
বিচারকদের বিবেচনাকে বিশ্লেষণ করে, প্রত্যেকটি অভীক্ষাপদের যথার্থতা ও স্কোরমান নির্ণয় করতে হবে। প্রথমতঃ বিভিন্ন বিচারক এক একটি অভীক্ষাপদ বা বিবৃতিকে কিভাবে শ্রেণিভূক্ত করেছেন, তা জানার জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। অর্থাৎ ত্রিশজন বিচারক একটি বিবৃতিকে কোন কোন শ্রেণিভূক্ত করেছেন, তা নির্ণয় করে প্রত্যেক বিবৃতির বিভিন্ন শ্রেণিতে পরিসংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। মনে করা যাক, প্রথম বিবৃতিটি ৩০ জন পরীক্ষকের মধ্যে ৫ জন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে এবং ১৫ জন ৭ম শ্রেণিতে এবং ১০ জন ৮ম শ্রেণিতে স্থাপন করেছেন। তাহলে প্রথম বিবৃতির ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পরিসংখ্যা হবে ৫, ৭ম শ্রেণিতে ১৫, এবং ৮ম শ্রেণিতে ১০। এমনিভাবে প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য এক একটি পরিসংখ্যা বণ্টন পাওয়া যাবে।

এই পরিসংখ্যা বণ্টন থেকে যদি দেখা যায়, কোন বিশেষ বিবৃতির ক্ষেত্রে বিচারকদের মতামতের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য আছে, তাহলে সে বিবৃতিগুলোকে পরিমাপ কাজে অযোগ্য বলে বাদ দেয়া হবে।

এইভাবে অযোগ্য বিবৃতিগুলোকে বাদ দেয়ার পর যে বিবৃতিগুলো অবশিষ্ট থাকবে, তাদের প্রত্যেকের স্কোর মান নির্ণয় করতে হবে। এই স্কোর মান নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেকটি বিবৃতির পরিসংখ্যা বণ্টনের কিউমিলেটিভ পরিসংখ্যার শতকরা হার নির্ণয় করতে হবে। নিম্নের তালিকার নমুনা একটি বিবৃতির বণ্টন দেখানো হলো।

মনে করি, ঐ বিবৃতিতে ত্রিশজন বিচারকের মতামতের বণ্টন এরূপ-

শ্রেণি নম্বর	যতজন বিচারক স্থাপন করেছেন (f)	Cf	Cf%
১	৫	৫	১৬.৭
২	১১	১৬	৫৩.৩
৩	৯	২৫	৮৩.৩
৪	৪	২৯	৯৬.৭
৫	১	৩০	১০০.০
৬	০	-	
৭	০	-	
৮	০	-	
৯	০	-	
১১	-	০	

এইভাবে শতকরা কিউমিলেটিভ পরিসংখ্যা নির্ণয় করার পর তথ্যটিকে লেখচিত্রে পরিবেশন করতে হবে। অর্থাৎ একটি অগিভ (Ogive) আঁকতে হবে। পরে ঐ অগিভ থেকে চ$_{50}$ বা মিডিয়ানের মান নির্ণয় করতে হয়। ঐ মিডিয়ান মানকেই বিবৃতির স্কোরমান ধরা হবে। নিম্নের চিত্রে প্রক্রিয়াটি দেখানো হল। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এই বিবৃতিটির ক্ষেত্রে P$_{50}$ এর মান হল (-২), অর্থাৎ এই বিবৃতিটির স্কোরমান হবে (-২)। এইভাবে প্রত্যেকটি বিবৃতির জন্য একটি করে অগিভ অংকন করে স্কোরমান নির্ণয় করা হয়। এই লেখচিত্র থেকে চতুর্থাংশ বিচ্যুতিও নির্ণয় করা হয়।

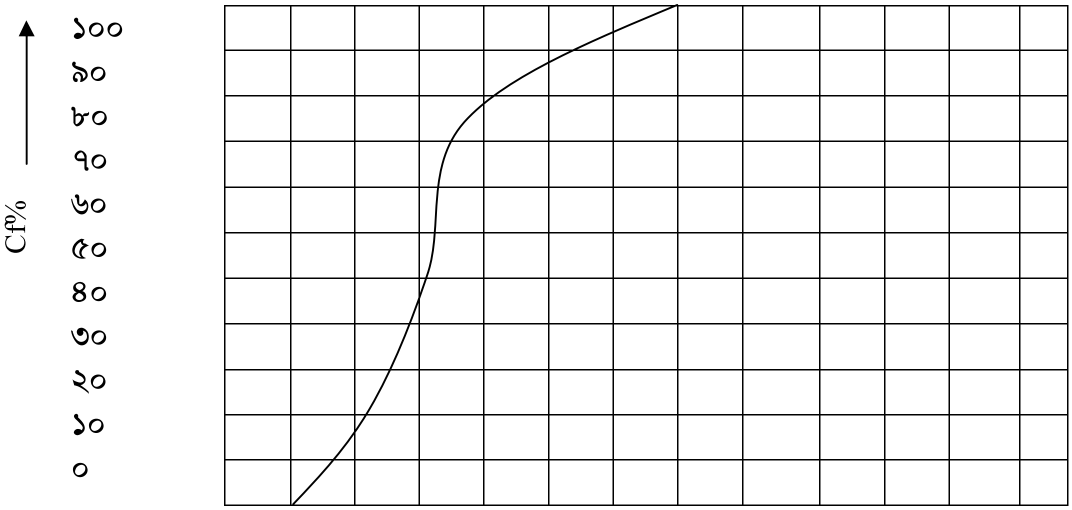

৫। **অভীক্ষা গঠন (Construction of the Test)**

সবশেষে অভীক্ষাটি গঠন করা হয়। পদ বিশ্লেষণের পর যে অবশিষ্ট বিবৃতিগুলো থাকে, সেগুলোকে একটি তালিকায় বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো হয়। এইভাবে তালিকাবদ্ধ বিবৃতিগুলোকেই বলা হয় মনোভাবের অভীক্ষা বা স্কেল। প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র এই বিবৃতির তালিকাটি দেওয়া হয় এবং তাদের পছন্দমত বিবৃতিগুলোকে চিহ্নিত করতে বলা হয়। পরে স্কোরমান অনুযায়ী বিবৃতিগুলোতে স্কোর দেওয়া হয়। এইভাবে সব স্কোরমানগুলো যোগ করে মোট একক সংখ্যামান দ্বারা শিক্ষার্থীর মনোভাবকে প্রকাশ করা হয়।

মূল্যায়ন

১। মনোভাবের পরিমাপক স্কেলের সংজ্ঞা দিন।

২। লিকার্ট স্কেল কী? লিকার্ট স্কেলের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৩। থার্স্টোর্ন স্কেল কী? থার্স্টোর্ন স্কেলের ব্যবহার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৬**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

যে পরিমাপক বা স্কেল ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ পরিমাপক করা যায় তাকেই সাধারণভাবে মনোভাব পরিমাপক স্কেল বলে।

পর্ব- খ

নিজে করুন।

পর্ব- গ

নিজে করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৭**

মাধ্যমিক স্তরে মনোভাবের মূল্যযাচাই- ২

ভূমিকা

আধুনিককালে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মনোভাব গঠন। তাই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পর শিক্ষার্থীর মনোভাবগত পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে তার মূল্যায়ন প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মনোভাব। যেহেতু মূল্যায়ন সার্বিক প্রক্রিয়া, সেহেতু শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতি বা অগ্রগতি শিক্ষার্থীর মনোভাবের পরিমাপকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। এ কারণে শিক্ষামূলক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মনোভাবের মূল্যযাচাই একান্তপ্রয়োজন।

আলোচ্য অধিবেশনের ২টি পর্বে শ্রেণি পাঠনায় শিক্ষার্থীর মনোভাব নিরূপণের চেকলিস্ট তৈরি এবং মনোভাব অভীক্ষা তৈরির উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শ্রেণি পাঠে শিক্ষার্থীর মনোভাব নিরূপণের চেকলিস্ট তৈরি করতে পারবেন।
- মনোভাবের অভীক্ষা তৈরি করার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: মনোভাবের পরিমাপের চেকলিস্ট তৈরিকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিচের কেসস্টাডিটি পড়ুন এবং নিচে দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনার খাতায় লিখুন।

কেসস্টাডি

জনাব মোসাদ্দেক হোসেন রায়পুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করছেন। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করেন যে, টিফিন পিরিয়ডের পরে বিশেষ করে শেষে দুইটি পিরিয়ডে কঠিন কোন বিষয় থাকলে শিক্ষার্থীরা সে ক্লাসের পড়ায় মনোযোগী হতে পারে না। তিনি নিজে চিন্তা ভাবনা করে এর যেসব কারণ খুঁজে পেয়েছেন সেটা হল-

- শেষ ক্লাসে শিক্ষার্থীরা দৈহিকভাবে ক্লান্ত থাকে।
- শিক্ষার্থীদের মন তখন বাসার দিকে ছুটে যায়।
- দিনের শেষ বেলায় শিক্ষার্থীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

তবে তিনি আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে কখনো কখনো কোন শেষ ঘণ্টার ক্লাস শিক্ষার্থীরা খুব উপভোগ করছে। শেষ ঘণ্টা বেজেছে যে সে ব্যাপারেও তাদের খেয়াল থাকে না। তারা সবাই শিক্ষকের বক্তব্য বা শিক্ষকের দেয়া কোন কাজের প্রতি খুবই মনোযোগী। শিক্ষার্থীদের এমন মনোযোগী ও আগ্রহী দেখলে তিনি খুব খুশি হন। তাঁর মনে হয় যে, এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মনোভাবটা জানা খুবই জরুরী। এ জন্য তিনি নিজেকে কতগুলো প্রশ্ন করেছেন:

- শেষ পিরিয়ডটির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মনোভাব কিরূপ?
- শেষ পিরিয়ডে কোন বিষয়ের ক্লাসে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে?
- এসব ক্লাসে কী ধরনের শিক্ষককে তারা আশা করে?
- এই পিরিয়ডে কী ধরনের শিক্ষণ-শিখন কৌশল তারা পছন্দ করে?

তিনি শেষ পিরিয়ডের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে সফল করার জন্য শিক্ষার্থীদের মনোভাব জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

প্রশ্ন

১। জনাব মোসাদ্দেক হোসেন শিক্ষার্থীদের কোন কার্যক্রম নিয়ে ভেবেছেন?

২। নিজেকে তিনি কী কী প্রশ্ন করেছেন?

৩। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মনোভাব জানা প্রয়োজন কেন?

৪। শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক মনোভাব শিক্ষককে কীভাবে শিক্ষণ-শিখন কৌশল নির্বাচনে সাহায্য করে?

কাজ- ১: শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিমাপ করার জন্য ৫টি বিবৃতি তৈরি করে একটি চেকলিস্ট তৈরি করুন।

পর্ব- খ: মনোভাব অভীক্ষার উপযোগিতা

কাজ- ১: শিক্ষার্থী বন্ধু, একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার দৃষ্টিতে মনোভাব অভীক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং আপনার ডায়েরিতে লিখুন।

কাজ- ২: প্রিয় শিক্ষার্থী, এমন একটি বিষয় নির্বাচন করুন যেখানে শিক্ষার্থীর মনোভাব বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ- ৩: শ্রোণকক্ষে কার্যকর শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণের জন্য লিকার্ট স্কেল পদ্ধতিতে চেকলিস্ট তৈরি করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরে মনোভাবের মূল্যযাচাই- ২

শিক্ষায় মনোভাবের গুরুত্ব

আমরা যখন কারও ব্যক্তিসত্তার বিচার করি তখন প্রকৃতপক্ষে যেসব মনোভাব তার কথাবার্তা বা আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় সেগুলোর উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করি। যেমন, যখন বলি মেয়েটি বেশ ভদ্র, সে বেশ মিশুক, সে সবার সাথে ভাল আচরণ করে, সে পড়াশুনায় ভাল তখন আসলে আমরা তার কতগুলো মনোভাবের কথাই বলি। আবার যখন বলি মেয়েটি অভদ্র বা অহংকারী, স্বার্থপর বা তার পড়াশোনায় মন নেই তখনও একইভাবে আমরা ঐ মেয়েটির কতগুলো মনোভাবের কথাই বলছি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বাঞ্ছিত ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তার মধ্যে কতগুলো অনুকূল মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। এসব মনোভাবের বেশির ভাগই গড়ে ওঠে শৈশবে ও যৌবনে। তাই এ সময় তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাসূচি ও পরিবেশ সুনিয়ন্ত্রণ করা উচিত যাতে তার চারপাশের বস্তু ও ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে। শিশুর প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে যাতে তার বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে, বয়স্কদের সাথে যাতে সে সঙ্গত আচরণ করতে পারে, স্কুল, শিক্ষক, পাঠ্যবিষয় প্রভৃতির প্রতি যাতে তার ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে, নিজের জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে যাতে তার মধ্যে সবল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। বেশিরভাগ মনোভাব হচ্ছে অভিজ্ঞতারই ফল। অতএব সুচিন্তিত শিক্ষাসূচির মধ্যে দিয়ে যদি শিশুর অভিজ্ঞতাগুলোকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহলে তার মধ্যে কাম্য মনোভাবগুলো তৈরি হবে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তাও সুষ্ঠু ও সুষমভাবে গড়ে উঠবে।

সামাজিক মনোভাব

শিশুর বিভিন্ন মনোভাবের মধ্যে সামাজিক মনোভাবের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজের মধ্যে যেসব বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আছে সেগুলোর প্রতি শিশুর মনোভাবকে সামাজিক মনোভাব বলে। যেমন- আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিগ্রো ছেলেমেয়েদের প্রতি একটা বিদ্বেষের মনোভাব দেখা যায়। তাদের পিতামাতার আচরণ এবং স্কুল কলেজের শিক্ষাই তাদের মধ্যে নিগ্রোদের প্রতি এই বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে তোলে। আমদের দেশে ঠিক এতটা চরম বৈপরীত্য সম্পন্ন কোন সম্প্রদায় না থাকলেও প্রায়ই দেখা যায় যে ধনী শ্রেণির ছেলেমেয়েদের মধ্যে দরিদ্র শ্রেণির ছেলেমেয়েদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে বহুদিনের প্রচলিত বর্ণগত ভেদাভেদের জন্য কোন কোন সম্প্রদায়কে অস্পৃস্য বলে মনে করা হয়। এই সব সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেমেয়েদের প্রতি উচ্চ বর্ণের ছেলেমেয়েদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের মনোভাব গড়ে ওঠে। এই ধরনের বিষম প্রকৃতির মনোভাব গড়ে উঠলে ছেলেমেয়েদের আচরণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। যেসব ছেলেমেয়ের প্রতি তাদের এই রকম তাচ্ছিল্য বা অবহেলার মনোভাব গড়ে ওঠে তাদের সঙ্গ তারা সর্বদা এড়িয়ে চলে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক মনোভাবের ভুমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশু তার সমাজে কি ধরনের সঙ্গী বেছে নেবে এবং বড় হয়ে কি ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর সে অন্তর্ভুক্ত হবে তা তার সামাজিক মনোভাবের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি এই রকম বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে উঠতে দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান এই দুটি ভিন্ন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই ধরনের প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এর পেছনে ছিল পিতামাতা ও নিজেদের গোষ্ঠীদের শিক্ষা এবং ব্রিটিশ শাসকদের প্ররোচনা। পরবর্তীকালে এই অবাঞ্ছিত সামাজিক মনোভাব দূর করার জন্য দুটি ধর্মগোষ্ঠীর নেতাদেরই ব্যাপক সংশোধনমূলক শিক্ষার সাহায্য নিতে হয়।

শিশুর মধ্যে থেকে অবাঞ্ছিত মনোভাব দূর করা একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে শিশুর মধ্যে যেসব ক্ষতিকর মনোভাব জন্মায় সেগুলো দূর করার জন্য

সুপরিকল্পিত শিক্ষার আশ্রয় নিতে হবে। দরিদ্র, নিম্নজাতি বা অন্য ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েদের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব শিশুর মধ্যে থেকে দূর করতে হলে যেমন উপদেশের সাহায্য নেওয়া দরকার তেমনই বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাদের মধ্যে বাঞ্ছিত ও ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষাগত মূল্যায়নে মনোভাবের অভীক্ষার উপযোগিতা

আধুনিককালে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর যথাযোগ্য মনোভাব গঠন। তাই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সুপরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার পর শিক্ষার্থীর মনোভাবের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে, তা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মনোভাব। মূল্যায়ন যেহেতু সার্বিক প্রক্রিয়া, সেহেতু শিক্ষার্থীর মনোভাবের পরিমাপকে বাদ দিয়ে, শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতি বা অগ্রগতি বিচার করা সম্ভব নয়। এ কারণে, মনোভাবের অভীক্ষাগুলো শিক্ষাগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একান্তপ্রয়োজন।

এছাড়া মনোভাবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান। সেটি হল যথোপযুক্ত ধনাত্মক মনোভাব শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই শিক্ষার্থীর মনোভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারলে, শিক্ষক নানারকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারেন। যেমন-

১. শিক্ষাক্ষেত্রের যে কোন অংশের প্রতি শিক্ষার্থীর ঋণাত্মক মনোভাব থাকলে তার পারদর্শিতার হার কমে যায়। ফলে, শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মনোভাবের প্রকৃতি জানতে পারেন, তাহলে তার থেকে তিনি তার (শিক্ষার্থীর) অনগ্রসরতার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারেন এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

২. বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়গুলোর এমন কিছু অংশ আছে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত সামাজিক মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। পাঠ্যক্রমের এই অংশগুলো কখনই পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয় না। যেসব ক্ষেত্রে তাদের যথার্থ মনোভাবের ঘাটতি আছে সেইসব ক্ষেত্রে যথাযোগ্য বিষয় নির্বাচন করলে অনেক বেশি ভাল ফল পাওয়া যায়। তাই মনোভাবের অভীক্ষাগুলো উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষাক্রম নির্ধারণে শিক্ষককে সাহায্য করে।

৩. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয়বস্তুর জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয় না। শিক্ষকের ব্যক্তিসত্তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়। কিন্তু যে শিক্ষকের প্রতি সে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, তার দ্বারা কখনই প্রভাবিত হতে পারে না। তাই শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব কী তা জানার জন্য উপযুক্ত মনোভাবের অভীক্ষা প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ মনোভাবের অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং নিজেকে শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বেশি উপযোগী করে তুলতে পারেন।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতগুলো সামাজিক ধনাত্মক মনোভাব গড়ে তোলা যেমন একান্তপ্রয়োজন, তেমনি কতকগুলো সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি ঋণাত্মক মনোভাব গঠন করাও প্রয়োজন। সামাজিক প্রভাবের দরুন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কতগুলো সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি ধনাত্মক মনোভাব গড়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের যদি এই প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হয়, তবে তাদের মনোভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষককে জানতে হবে। মনোভাবের অভীক্ষাগুলো শিক্ষককে এই কাজে সহায়তা করে। অর্থাৎ এই অভীক্ষাগুলোর সংস্কারমূলক উপযোগিতা আছে।

৫. মনোভাবের অভীক্ষাগুলো শিক্ষককে শ্রেণি পরিচালনা ও শ্রেণিশৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। দেখা গেছে, যেসব শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সাদৃশ্য আছে, তারা এক একটি উপদল গঠন করে। এই উপাদানগুলো অনেক সময় শিক্ষাদান কাজের সহায়ক হয়, আবার অনেক সময় সুষ্ঠু শিক্ষাদানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শ্রেণিতে শিক্ষারত শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের প্রতি কীরূপ মনোভাব আছে তা জানতে পারলে, শিক্ষক ধনাত্মক মনোভাবসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে পাঠদান করতে পারেন। তাতে পাঠদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে যারা ঋণাত্মক মনোভাবসম্পন্ন তাদের একত্রিত করে, উপযুক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ মনোভাবের অভীক্ষাগুলো শিক্ষককে শ্রেণি বিন্যাস ও শৃঙ্খলাগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

এসব কারণে, মনোভবের অভীক্ষাগুলো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এ বিষয়ে অধিকাংশ মনোভাবের অভীক্ষাগুলো শিক্ষককে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিমাপের জন্য অভীক্ষা গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

মূল্যায়ন

১. মনোভাব কাকে বলে? শিক্ষায় মনোভাবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২. সামাজিক মনোভাবের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৩. শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সামাজিক মনোভাবের ভূমিকা নিরূপণ করুন।

৪. শিক্ষামূলক মূল্যায়নে মনোভাবের অভীক্ষার উপযোগিতা নির্ণয় করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৭**

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে করুন।

পর্ব- খ

কাজ- ১
নিজে করুন।

কাজ- ২
নিজে করুন।

কাজ- ৩
নিজে করুন।